খুররম মুরাদ

www.amarboi.org

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৪০২

৮ম প্রকাশ

রজব	১৪৩৬
বৈশাখ	১৪২২
এপ্রিল	২০১৫

বিনিময় ঃ ২৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

استقبال رمضان-এর বাংলা অনুবাদ

KHOSH AMDED MAHE RAMJAN by Khurrum Murad. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : Taka 25.00 Only.

www.amarboi.org

সূচীপত্র

ভূমিকা ---------- ৫

প্রথম অধ্যায় ঃ
রমযানুল মোবারক ঃ কুরআন মাজীদ ও তাকওয়া ---------- ৭
এ মোবারক মাসটি মহান কেন ? ---------- ৭
আপনার অংশ ---------- ৮
বরকত ও মহত্বের রহস্য ---------- ১০
কুরআনের নেয়ামাত ---------- ১১
রমযানে রোযা ও তারাবীহ কেন ? ---------- ১২
কুরআনের মহান আমানত ও এর মিশন ---------- ১৩
কুরআন, তাকওয়া ও রোযা ---------- ১৫
তাকওয়া কি ? ---------- ১৬
তাকওয়া ও রোযা ---------- ১৯

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ
আপনারা কি করবেন ? ---------- ২৩
১. নিয়ত ও ইচ্ছা ---------- ২৩
২. কুরআন মাজীদের সাথে সম্পর্ক ---------- ২৪
৩. আল্লাহ তাআলার আনুগত্যহীনতা থেকে আত্মরক্ষা ---------- ২৬
৪. নেক কাজের অনুসন্ধান ---------- ২৮
৫. কিয়ামুল লাইল ---------- ২৯
৬. যিকির ও দোয়া ---------- ৩০
৭. শবে কদর ও এতেকাফ ---------- ৩১
৮. আল্লাহর পথে ব্যয় ---------- ৩৪
৯. মানুষের প্রতি সহযোগিতা ও সহমর্মিতা ---------- ৩৫
১০. কুরআনের দিকে আহ্বান ---------- ৩৭

তৃতীয় অধ্যায় ঃ
শেষ আকাঙ্ক্ষা ---------- ৩৯

চতুর্থ অধ্যায় ঃ
রোযার আদব ও হাকীকত ---------- ৪২
১. চোখের রোযা ---------- ৪২
২. রসনার রোযা ---------- ৪২
৩. কানের রোযা ---------- ৪৩
৪. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রোযা ---------- ৪৪
৫. হালাল রিয্ক ---------- ৪৪
৬. ভয় ও আশা ---------- ৪৫

www.amarboi.org

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

১. রমযানুল মুবারক মাস সেসব নেয়ামাতসমূহের মধ্যে একটি নেয়ামাত যা আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে দান করেছেন। এ মাসে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ স.-এর মত নেয়ামাত আমরা পেয়েছি। এ মাসেই কুরআন মাজীদ দেয়া হয়েছে, যা হেদায়াত, ফুরকান, রহমত, নূর ও শেফা। এ মাসেই বদর যুদ্ধ হয়েছে। বদরের দিন উম্মতের জন্য ইয়াওমুল ফুরক্বান বা পার্থক্য সৃষ্টিকারী দিন। বদরের রণক্ষেত্রে সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী সেই ঐতিহাসিক সংগ্রাম এ মহান মাসেই সংঘটিত হয়েছিল, যাদের ধ্বংস ছিল অনিবার্য তারা সুস্পষ্ট দলিলসহ এ যুদ্ধে পরাজিত শক্তি হিসেবে সকল শক্তি-সামর্থ ও অবস্থান নিয়ে ইতিহাসের আস্তাকূড়ে নিক্ষিপ্ত হয়। আর যারা সত্যাশ্রয়ী ও সত্যপন্থী হিসেবে বদরের রণক্ষেত্রে এসেছিলেন, তারা সুস্পষ্ট দলিলসহ বিজয় লাভ করেন। রমযানের এ মহান মাসেই ৮ম হিজরী সালে মক্কা বিজয়ের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনা মানবেতিহাসের এমন এক মহান ঘটনা যে, সেদিন বিনা রক্তপাতে পবিত্র মক্কা নগরীর চাবি উম্মতের হাতে বা নেতৃত্বে চলে আসে যা আজ অবদি আছে।

২. মুসলিম উম্মাহর প্রাণস্পন্দন ও উন্নতির নিগূঢ় রহস্য ফী সাবিলিল্লাহর মাঝেই পাওয়া যায় প্রথম মানুষের বা মানবতার হৃদয় জয় করার জন্য জিহাদ, পরে সাংস্কৃতিক বিজয়ের জন্য জিহাদ—আর এ সকল জিহাদের সাথে সাথে চূড়ান্ত কামিয়াবীর জন্য আপন নফসে আম্মারার বিরুদ্ধে জিহাদ। যাতে করে অর্জিত হয় তাকওয়া, ব্যক্তিগত তাকওয়া এবং সাথে সাথে সমষ্টির তাকওয়া; রাতে জাগরণে শীতের রাতে ইশকের সাথে ওযু করা, লাইফে সাদাকাত (দান-খয়রাত) দিয়ানত, আমানত, আদালত (সুবিচার করা), শুজাআত (নির্ভীকতা, উখুয়াত (ভ্রাতৃত্ব) ও মানুষের অধিকারের প্রতি সম্মান। মাহে রমযান ইলম ও আমলের সে মহান পথ বা তরীকা বাতলে দেয় যদ্বারা এ সকল কিছুই হাসিল করা সম্ভব।

৩. নবী করীম স. রমযানের আগমনের পূর্বেই সাহাবীদের এ মহান ও বরকতময় মাসের অসীম ভাণ্ডার থেকে ফায়দা হাসিল করার জন্য প্রস্তুত করতেন। এ ওসওয়ায়ে নবী স.-এর অনুসরণে আমি তাই করার চেষ্টা করেছি। এজন্য হয়ত আমার নামও নবী করীম স.-এর বিনীততম অনুসারীদের কাতারে শামিল হবে। এ প্রত্যাশায় কয়েক বছর পূর্বে 'ইসতেকবালে রমযান' শীর্ষক

www.amarboi.org

এক আলোচনা পেশ করি। এ আলোচনার ক্যাসেট বাজারে চলে আসে। অতপর সাধারণত আলোচনাগুলো পুস্তিকা আকারে তৈরী করতে হয় এবং পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়। এ বক্ষমান পুস্তিকাটি সে আলোচনার সংবর্ধিত রূপ।

৪. এ পুস্তিকাতে আমি বলতে চেয়েছি যে, কুরআন মাজীদ থেকে পথ লাভ করতে এবং কুরআন প্রদর্শিত পথে চলতে গিয়ে যে তাকওয়া অত্যাবশ্যক তা কেবলমাত্র কিয়ামুল লাইল ও রোযার দ্বারাই অর্জন করা সম্ভব। এখানে রমযান থেকে পরিপূর্ণ ফায়দা অর্জনের জন্য দশটি পয়েন্ট আলোচনার মাধ্যমে দশটি পদ্ধতি তুলে ধরা হয়েছে। এ দশটি পদ্ধতি বা তরীকায় আমল করার এমন সহজ উপায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, আশা করা যায় একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে এটা পালন করা কঠিন হবে না।

৫. ইসতেকবালে রমযান ১৯৮৯ সালের মার্চ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। এরপর ১৯৯২ সাল পর্যন্ত পুস্তিকাটির সাত সাতটি সংস্করণ প্রকাশিত হয় যার মুদ্রণের সংখ্যা প্রায় ৮২ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। এক বছর বিরতির পর পুস্তিকাটি আমি আবার দেখে দিয়েছি ৮ম সংস্করণের জন্য। "এহইয়ায়ে উলুমুদ্দিন" পুস্তক থেকে ইমাম গাজালী র.-এর কিছু শিক্ষণীয় বিষয়ও এখানে তুলে ধরা হয়েছে। যা শিক্ষার্থীদের উপকারে আসবে বলে আশা করি।

৬. পরিশেষে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট বিনীত দোয়া তিনি যেন আমার এ নগণ্য প্রচেষ্টাকে কবুল করেন। আমার কোনো কথা যেন আল্লাহর নিকট আমার বিরুদ্ধে দলিল হয়ে না যায় এ আমার ঐকান্তিক কামনা। হে আল্লাহ! আমাকে 'লিমা তাকুলুনা মা লা তাফ আলুন' (অর্থাৎ তোমরা কেন এমন কথা বল, যা কার্যত কর না!) আয়াতটির মানদণ্ডে দণ্ড প্রাপ্তদের কাতারে শামিল হওয়া থেকে বাঁচাও।

আমার আসল অর্জন পাঠকদের প্রশংসা নয় বরং আল্লাহর নিকট কবুলিয়াতই কামনা করি, আমার আরো একটি পাওনা হবে আপনাদের আমল; আর আমার জন্য আপনাদের দোয়া। এজন্যই সকলের নিকট আমার আপীল যদি এ লেখা আপনাদের কোনো উপকারে আসে তাহলে আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। আল্লাহ যেন আমার জীবন ঈমানের উপর শেষ করেন এবং আমাকে তাঁর মাগফেরাতের আশ্রয়ে আশ্রিত করেন। আমীন।

খুররম মুরাদ
লাহোর

১৫ শাবান, ১৪১৪ হিজরী
২৮ জানুয়ারী, ১৯৯৪

www.amarboi.org

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম অধ্যায়

রমযানুল মোবারক ঃ কুরআন মাজীদ ও তাকওয়া

আর মাত্র কয়েকদিন অতিবাহিত হলে রমযানের মোবারক মাস আরেকবার আমাদের উপর ছায়া বিস্তার করবে, তার রহমতের বারিধারায় আমাদের জীবন সিক্ত করতে থাকবে। সেই পবিত্র মাসের মহত্ব এবং বরকত সম্পর্কে আমাদের কিইবা বলার আছে ? যেখানে স্বয়ং নবী করীম স. এ মাসটিকে "শাহরুন আযিম" এবং "শাহরুম মোবারক" নামে আখ্যায়িত করেছেন। অর্থাৎ এ মাসটি হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মহান মাস, বরকতের মাস। আমাদের বর্ণনা এ মাসের মহত্বকে ছুঁতেও পারবে না, আর না আমাদের ভাষা এর বরকত বর্ণনা করে শেষ করতে পারবে।

এ মোবারক মাসটি মহান কেন ?

এ মাসেরই আঁচলে এমন একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও মহামূল্যবান রাত্রি লুকায়িত আছে, যে রাতে হাজার মাসের চেয়েও অধিক কল্যাণ ও বরকতের কোষাগার লুটিয়ে দেয়া হয়েছে এবং লুটিয়ে দেয়া হয়ে থাকে। সেই মোবারক রাতেই আমাদের মহান প্রতিপালক আমাদের জন্য তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রহমত আমাদের উপর নাযিল করেছেন।

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ ـ الدخان : ٣

"আমরা উহাকে (সুস্পষ্ট কিতাব) বরকতের রাতে নাযিল করেছি।"

–সূরা আদ দুখান ঃ ৩

এ কিতাবটা কি ? رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ (তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে রহমত)। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে এ মাসের প্রতিটি দিবস পবিত্র। প্রতিটি রাত বরকতপূর্ণ। এর প্রতিটি দিনের সূর্যোদয়ের সাথে সাথে অগণিত বান্দাহ প্রভুর আনুগত্য এবং সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের শরীরের বৈধ আকাঙ্খা এবং প্রয়োজনীয় চাহিদা পরিত্যাগ করে সাক্ষ্য দেয় যে, শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলাই তাদের প্রভু এবং একমাত্র তিনিই তাদের চাওয়া পাওয়ার মূল লক্ষ্যবস্তু। জীবনের প্রকৃত ক্ষুধা এবং পিপাসা হচ্ছে তাঁর আনুগত্য এবং ইবাদাত করা। একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত রয়েছে অন্তরের প্রশান্তি আর শিরা-উপশিরার প্রবাহ।

www.amarboi.org

আর যখন রাতের অন্ধকার নেমে আসে, তখন অসংখ্য বান্দাহ আল্লাহ তাআলার সামনে কিয়াম, তাঁর সাথে কথা বলা এবং তাঁর যিকিরের স্বাদ ও বরকত সংগ্রহ করে ধন্য হতে থাকে। আর এভাবে তাদের অন্তর উজ্জ্বল প্রদীপ হয়ে রাতের আকাশের তারার মতো চমক সৃষ্টি করতে থাকে।

مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ط اَلْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةٍ ط اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ ..... رِجَالٌ لا لَّاتُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ ص

"ঐ আলোর উদাহরণ এমন যেমন তাকের উপর একটা প্রদীপ রয়েছে। প্রদীপের বাইরে কাঁচের চিমনি আছে। চিমনি হীরার মতো চক চক করছে। ..... অথচ লোকদের ব্যবসা বাণিজ্য, কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহর যিকির, নামায কায়েম এবং যাকাত আদায়ের ব্যাপারে বিভ্রান্ত করতে পারে না।"–সূরা নূর ঃ ৩৫-৩৭

এ মাসের প্রতিটি মুহূর্তের মধ্যে এত বেশী বরকত লুকায়িত আছে যে, নফল সৎকাজগুলো ফরয সৎকাজের মর্যাদা পায়। আর ফরয কাজগুলো সত্তুর গুণ অধিক মর্যাদা পায়।–সালমান ফারসী, বায়হাকী।

রমযান মাস এলে আকাশের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় এবং রহমত বর্ষণ হতে থাকে। জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়। সৎপথে চলা সকলের জন্য সহজ এবং উন্মুক্ত হয়ে যায়। শয়তানকে শিকলে আবদ্ধ করা হয়। অন্যায় ও অসৎ তৎপরতা বিস্তারের সুযোগ অপেক্ষাকৃত কমতে থাকে।

–বুখারী, মুসলিম ঃ আবু হুরায়রা রা.

অতএব, যে ব্যক্তি রমযানের সম্পূর্ণ রোযা রাখবে তার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। এ মাসে যারা নামায আদায় করার জন্য কিয়াম করে, তাদেরও গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। শবে কদরে যে ব্যক্তি কিয়াম করে রাত কাটিয়ে দিবে, তাদেরকেও ক্ষমা করা হবে শুধুমাত্র এ শর্তে যে, আল্লাহর সকল বাণী আর সকল ওয়াদাকে সত্য মনে করবে। নিজের সকল দায়িত্ব বিশ্বস্ততার সাথে পালন করবে এবং সর্বদা সতর্কতার সাথে আত্মসমালোচনার কথাও মনে রাখবে। –মুসলিম ঃ আবু হুরায়রা রা.

আপনার অংশ

এ মাস নিসন্দেহে অত্যন্ত মর্যাদা ও বরকতের মাস। গতানুগতিকতার স্বাভাবিক প্রবাহে যারা এ মাসটিকে পেয়েছে এর মর্যাদা ও বরকত তাদের

www.amarboi.org

জন্য নয়। বৃষ্টি নামলে বিভিন্ন নদী, নালা, ডোবা, পুকুর, নিজ নিজ প্রশস্ততা ও গভীরতা অনুযায়ী বৃষ্টির পানি ধারণ করে। ভূখণ্ডের বিভিন্ন অংশ নিজের উর্বরতা অনুসারে ফসল উৎপাদন করে। অথচ বৃষ্টির পানি ভূখণ্ডের সকল অংশে সমানভাবে বর্ষিত হয়। একটি বড় প্রশস্ত পুকুরে যে পরিমাণ পানি ধারণ করা যায় একটি ছোট কলসীর পক্ষে সে পরিমাণ পানি ধারণ করা সম্ভব নয়। এমনিভাবে যদি বিস্তীর্ণ মরুভূমি বা অনুর্বর জমিতে বৃষ্টির পানি পড়ে, তাতো শুধু প্রবাহিত হয়েই চলে যায়। ভূমি তা থেকে উপকৃত হতে পারে না। কিন্তু উর্বর ভূমিতে বৃষ্টির পানি পড়লেই ফসল জীবন্ত হয়ে উঠে। ঠিক একই অবস্থা মানুষের। রমযানুল মোবারকের ঐ মওজুদ সম্পদ থেকে আপনি কি কিছু পাবেন ? উর্বর ভূমির মতো আপনার মন নরম, চক্ষু অবনত করুন, অন্তরে ঈমানের বীজ বপন করুন, নিজের যোগ্যতা ও ধারণক্ষমতা থাকলে বীজ অঙ্কুরিত হবে, সম্পূর্ণ বৃক্ষ হবে। আর বৃক্ষ সৎকাজের ফুল-ফল ও পত্ররাজিতে সুশোভিত হয়ে উঠবে। অতপর আপনি সাফল্যের ফসল কেটে ঘরে উঠাবেন। কৃষকের মতো আপনি শ্রম দেবেন, কাজ করবেন, প্রতিদানে জান্নাতের পুরস্কারসমূহের ফসল আপনার জন্য প্রস্তুত হতে থাকবে। যত বেশী শ্রম দেবেন, ততবেশী ফসল পাবেন। পক্ষান্তরে যদি আপনার মন পাথরের মতো শক্ত হয় এবং আপনি অসতর্ক কৃষকের মতো শুয়ে বসে দিন কাটান, তাহলে রোযা, তারাবীহ, রহমত ও বরকতের সমস্ত পানি বয়ে চলে যাবে এবং আপনার তহবিলে কিছুই আসবে না।

প্রকৃত অর্থে আল্লাহর দেয়া সুযোগ ছাড়া সত্যিই কিছু পাওয়া যায় না। আর এই আল্লাহর দেয়া সুযোগ শুধু তাদেরই হস্তগত হয়, যারা চেষ্টা-সাধনা এবং পরিশ্রম করে। দেখুন এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা কি বলেন ? আপনি তাঁর দিকে একহাত অগ্রসর হলে আল্লাহ আপনার দিকে দু'হাত অগ্রসর হবেন। আপনি তাঁর দিকে হেঁটে অগ্রসর হলে তিনি আপনার দিকে দৌড়ে অগ্রসর হবেন।–মুসলিম ঃ আবু জরদ রা.। কিন্তু পিছন দিক ফিরে, অসচেতন বা বেপরওয়াভাবে আপনি যদি দাঁড়িয়ে থাকেন, তাহলে বলুন, আল্লাহ কিভাবে আপনাকে সুযোগ সৃষ্টি করে দেবেন ?

পুরো রমযান মাস অতিক্রান্ত হয়ে যাবে, আর আপনার তহবিল শূন্য থেকে যাবে। এমন দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা কেউ সৃষ্টি করবেন না। কিছু করার জন্য এবং নিজের ভাগের রহমত পাওয়ার জন্য কোমর কষে নিন এবং নবী করীম স.-এর এ সতর্কবাণীটিকে ভালোভাবে স্মরণ রাখুন। "অনেক রোযাদার এমন আছেন, যাঁরা নিজেদের রোযা থেকে ক্ষুৎ-পিপাসায় কষ্ট ছাড়া আর কিছুই পান না। অনেকে রাতের নামায পড়ে থাকেন, কিন্তু

www.amarboi.org

তাঁদের নামায রাত্রি জাগরণ ছাড়া আর কিছুই দিতে পারে না"–দারেমী ঃ আবু হুরায়রা রা.। নবী করীম স. রমযানের আগমনের পূর্বে নিজের সাথীদেরকে উদ্দেশ করে এ মাসের মহত্ব এবং বরকত সম্পর্কে আলোচনা করতেন এবং এ মাসের বরকতের ভাণ্ডার থেকে নিজেদের পরিপূর্ণ অংশ সংগ্রহ করার জন্য ব্যাপক পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার তাগিদ করতেন। নবী করীম স.-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আজকে আমিও একই বিষয়বস্তুর উপর আলোচনা করবো। অর্থাৎ রমযান মাসের মহত্ব ও বরকতের গূঢ় রহস্য কি ? এ মাস থেকে পরিপূর্ণ কল্যাণ লাভের জন্য কি পরিমাণ সতর্কতা ও প্রস্তুতি প্রয়োজন, কোন্ কাজগুলোর প্রতি অগ্রাধিকার দিতে হবে ? লক্ষ্যপানে পৌঁছার জন্য কোন্ পথে চলতে হবে এবং চিহ্নিত করতে হবে ভ্রান্ত পথ ?

বরকত ও মহত্বের রহস্য

রমযান মাসের মহত্ব ও বরকতের রহস্য কোন্ জিনিসটির মধ্যে লুকায়িত আছে সর্বপ্রথম এটা জানা দরকার। কারণ না জেনে সেই ভাণ্ডার থেকে নিজের আঁচল ভরে নেয়া সম্ভব নয়। এ উদ্দেশ্যের জন্য একাগ্রতা, মনোযোগ, পরিশ্রমের মর্যাদা ও গুরুত্ব অনুধাবন করাও সম্ভব নয়। এ বরকত ও মহত্বের রহস্য শুধুমাত্র একটি জিনিসের মধ্যেই লুকায়িত আছে। আর তা হচ্ছে এই যে, এ মাসে পবিত্র কুরআন মাজীদ নাযিল করা হয়েছে অথবা নাযিল শুরু হয়েছে অথবা সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ লাওহে মাহফুজ থেকে নাযিল করে জিবরাঈল আ.-এর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে অথবা এ মাসে কুরআন নাযিলের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে। আসলে এ মাসে মহান দয়াবান পরম করুণাময় প্রভু তাঁর অসীম অনুগ্রহে মানবতাকে পথ প্রদর্শনের সামগ্রী দান করেছেন। তাঁর অপ্রতিদ্বন্দ্বি হিকমাত মানুষের চিন্তা ও কর্মের সঠিক পথ আলোকিত করেছে। কোন্টা সঠিক আর কোন্টা ভ্রান্ত তা পরখ করার জন্য ভ্রান্তি, বক্রতা ও বিকৃতিমুক্ত এক কষ্টিপাথর তিনি দান করেছেন। এ ঘটনা এমন এক সময়ে হয়েছে অর্থাৎ রমযান মাসের এক ভোরের সূর্যোদয়ের পূর্বে মহাপ্রভুর মহান বাণীর প্রথম কিরণ মুহাম্মদ স.-এর অন্তরাত্মাকে আলোকোদ্ভাসিত করেছে। অর্থাৎ রোযা রাখা হয় এবং কুরআনের তেলাওয়াত করা হয় এজন্য রমযান মাসের শ্রেষ্ঠত্ব বৃদ্ধি পায়নি বরং পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হবার মহান ও তুলনাহীন ঘটনার কারণে এ মাসটি মহত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান অর্জন করেছে, আর এ কারণেই রোযা রাখা ও অধিক হারে কুরআন তেলাওয়াতের জন্য এ মাসটিকে নির্ধারিত করা হয়েছে। কুরআন নাযিলের এ মহান ঘটনার কারণেই এ রমযান মাসের দিনকে রোযা রাখা এবং রাতকে কিয়াম ও তেলাওয়াতের

www.amarboi.org

জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা একথাটি এভাবে এরশাদ করেছেন ঃ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ج فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ط

"রমযান সেই মাস। যে মাসে মানবজাতির পথ প্রদর্শন, পথ প্রদর্শনের উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ এবং ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্যকারী কুরআন নাযিল করা হয়েছে। অতএব যে ব্যক্তি এ মাসটি পেল সে যেন অবশ্যই রোযা রাখে।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৫

কুরআনের নেয়ামাত

পবিত্র কুরআন মাজীদ আল্লাহর দেয়া নেয়ামাতসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং তুলনাহীন নেয়ামাত। তাঁর রহমতসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় রহমত। এর নাযিলের ঘটনা মানবতার ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা বড় ঘটনা। এটা হচ্ছে আল্লাহ তাআলার অসীম রহমতের সাগরে দুনিয়াতে প্রকাশপ্রাপ্ত সবচেয়ে বড় জলোচ্ছ্বাস। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন ঃ اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ অর্থাৎ এ অসীম দয়াবান আল্লাহ কুরআন শিখিয়েছেন। অন্যত্র তিনি বলেন ঃ تَنْزِيْلُ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ অর্থাৎ এটা নাযিল করা হয়েছে পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালুর পক্ষ থেকে। মানুষের জন্য ন্যায় ও ইনসাফের কোনো পাল্লা যদি থেকে থাকে তা একমাত্র কুরআন। আলোর উৎসধারা যদি থেকে থাকে তবে তা এটাই, ব্যবস্থাপত্র যদি থাকে তাও একমাত্র সেটাই আছে।

এমনিতে তো আমাদের উপর আল্লাহ তাআলার অসংখ্য নেয়ামাত রয়েছে। আমরা প্রতিটি মুহূর্তে দুই হাতে সেই নেয়ামাত থেকে লুটে নিচ্ছি। কিন্তু এ পৃথিবী এবং পৃথিবীর প্রতিটি নেয়ামাত শুধু ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের জন্য নির্ধারিত যতক্ষণ পর্যন্ত শ্বাস-প্রশ্বাস আসা-যাওয়া করে। শেষ নিঃশ্বাস বের হয়ে যাবার সাথে সাথে জীবনের সকল স্পন্দন শেষ, দুনিয়ার সকল নেয়ামাতও আমাদের জন্য শেষ। যে জিনিসটি স্পন্দনহীন জীবনকে সীমাহীন স্পন্দিত জীবনে রূপান্তরিত করবে, এ অসুস্থ জীবনের দিনগুলোকে শান্তির জীবনে পরিবর্তীত করবে, এ শেষ হয়ে যাওয়া নেয়ামাতসমূহকে চিরস্থায়ী নেয়ামাতে রূপান্তরিত করবে সেটা দুনিয়ার সকল ভাণ্ডারের চেয়ে মূল্যবান ভাণ্ডার। এ কারণেই কুরআন অবতরণের রাতকে মোবারক রাত্রি

www.amarboi.org

এবং "লাইলাতুল কদর" বলা হয়েছে। তাছাড়া যেখানে যেখানে এর নাযিলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে সেক্ষেত্রেই সে ঘটনাকে আল্লাহ তাআলা নিজের রহমত, পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করা রহমত, নিজের সীমাহীন হিকমাত এবং নিজের অসীম শানের সাথে সংযুক্ত করেছেন। আরেক আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে রমযানের শেষে ঈদ উৎসব পালনের আহ্বান জানানো হয়েছে। কেননা, এ মাসকে কুরআন নাযিলের বর্ষপূর্তির মাস বলা হয়।

يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ○ قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ط هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ○ - يونس : ٥٧-٥٨

"হে মানবজাতি! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে পথ প্রদর্শন এসে গেছে। এটা সেই জিনিস যা অন্তরের অসুস্থতা নিরাময় করে, যারা এটা গ্রহণ করবে তাদের জন্য পথপ্রদর্শক এবং রহমত হিসেবে কাজ করবে। (হে নবী!) আপনি বলে দিন যে, আল্লাহ অত্যন্ত করুণা ও মেহেরবানী করে এ মহামূল্যবান জিনিস পাঠিয়েছেন, এ কারণেই লোকদের উৎসব করা উচিত মানুষ যা কিছু সংগ্রহ করার কাজে ব্যস্ত, সেসব কিছুর চেয়ে এটা শ্রেষ্ঠ।"–সূরা ইউনুস ঃ ৫৭-৫৮

আল্লাহর সৃষ্ট সকল মাস-দিন সমান। এগুলোর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু কিছু কিছু এমন থাকে যার সাথে সমগ্র মানবতা এবং সমগ্র সৃষ্টিজগতের ভবিষ্যত সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। এটা এমনি এক মুহূর্ত যখন হেরা পর্বতের গুহায় মহান প্রভুর হেদায়াতের সর্বশেষ আলোর কিরণ প্রবেশ করেছে। আর এর ধারক ও বাহক হলেন মানবতার মুক্তিদূত হযরত মুহাম্মদ স.। এই মহান মুহূর্তটি পবিত্র রমযান মাসের মধ্যে রয়েছে আর এটা হচ্ছে রমযান মাসের মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের গূঢ় রহস্য।

রমযানে রোযা ও তারাবীহ কেন ?

কুরআন নাযিলের বর্ষপূর্তির মাসে প্রতিদিন রোযা রাখতে এবং প্রতিরাত কয়েক ঘন্টা দাঁড়িয়ে কুরআনের তেলাওয়াত শুনতে কেন জোর দেয়া হলো ? যদি আপনারা কুরআন মাজীদের অন্তর্নিহিত নেয়ামাতের অর্থ বুঝতে পারেন এবং যদি একটু মনেযোগ সহকারে ভেবে দেখেন যে, কুরআন মাজীদের ধারক ও বাহক হলে কি কি দায়িত্ব বর্তায় ?

www.amarboi.org

কুরআনের মহান আমানত ও এর মিশন

নেয়ামাত যত বেশী মূল্যবান, তার হক আদায় করার দায়িত্বও ততই ভারী। আল্লাহর কিতাব ও তাঁর বাণী সবচেয়ে বড় রহমত ও বরকতের জিনিস। এ কারণেই কুরআন মাজীদ নিজের আঁচলে দায়িত্বের একটা আস্ত পৃথিবী বহন করে। যেহেতু এ কিতাব জীবনের আসল উদ্দেশ্য, জীবনের সাফল্য লাভ ও লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য সঠিক পথ প্রদর্শন করে, সেহেতু এর বাহকের প্রতি সেই দায়িত্বসমূহ বর্তায়। এ কিতাব মানুষের সকল গোপন-প্রকাশ্য, ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক ব্যাধির ব্যবস্থা পত্র। এ কিতাব গভীর অন্ধকারে হাবুডুবু খাওয়া লোকদের জন্য আলোর মশাল।

এদিক থেকে দেখলে বুঝতে পারবেন যে, আল্লাহর দেয়া হেদায়াতের এই মহামূল্যবান উপহার দুটি বড় দায়িত্ব সাথে নিয়ে এসেছে ঃ

এক ঃ বাহক নিজে এর প্রদর্শিত পথে চলবে, এর আলোকে নিজের জীবন চলার পথ অতিক্রম করবে। এর ব্যবস্থাপত্রকে নিজের অসুস্থতার চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করবে। নিজের মন, চিন্তা, কর্ম, চরিত্র ও তৎপরতাকে এর নিজস্ব ছাঁচে ঢেলে সাজানোর প্রচেষ্টায় লেগে যাবে।

দুই ঃ যে হেদায়াত "হুদাল্লিন্নাস" সমগ্র মানব জাতির জন্য, শুধুমাত্র নিজের ব্যক্তিজীবনের জন্য নয়, এ হেদায়াতকে সমস্ত মানুষের নিকট পৌছানো, তাদের সামনে এ হেদায়াতকে উন্মুক্ত করা, এর প্রদর্শিত পথে চলার জন্য আহ্বান করা, অন্ধকার পথসমূহকে আলোকিত করা এবং রোগীদের হাতে ঔষধ পৌছে দেয়া।

এবার একটু ভাবুন, দ্বিতীয় দায়িত্বসমূহ প্রথমোক্ত দায়িত্বসমূহেরই অনিবার্য দাবী। আর দ্বিতীয় দফার কাজগুলো ছাড়া প্রথম দফার কাজ পূর্ণাঙ্গভাবে সমাধা হবে না। একদিকে একথা জানতে হবে এবং বিশ্বাস করতে হবে যে, কুরআন মাজীদ "হুদাল্লিন্নাস" দাবী করে যে, এটা অপরের নিকট পৌছাতে হবে। বিভ্রান্ত পথিকদেরকে পথ দেখানো সঠিক পথের অনুসারীদের দায়িত্ব। ঠিক এমনিভাবে রোগীদের অধিকার হচ্ছে যাদের নিকট ঔষধ আছে তারা রোগীদের নিকট ঔষধ পৌছে দেবে। অপরদিকে অবস্থা হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত একজন লোক অপরকে কুরআনের পথে চালানোর জন্য চেষ্টা সাধনা ও পরিশ্রম না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কুরআনের সঠিক পথে নিজের চলা অপূর্ণাঙ্গ এবং অসমাপ্ত থেকে যাবে।

অতএব অপরকে দীনের দাওয়াত না দিলে স্বয়ং নিজের মনজিলে মকসুদে পৌছাটাও ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। কেননা দাওয়াত ও জিহাদ

www.amarboi.org

কুরআনী কর্মসূচীর অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ কারণে আপনাদের জীবন অন্য মানুষের জীবনের সাথে এমনভাবে সম্পৃক্ত ও সংযুক্ত রয়েছে যে, অন্যেরা এ পথে না চললে আপনাদের একা একা চলা কঠিন হয়ে পড়বে, এবং পূর্ণাঙ্গভাবে চলা কঠিনতর হবে।

দেখুন, নবী করীম স.-এর উপর প্রথমে ওহী নাযিল হয়। এতে 'ইকরা' অর্থাৎ পাঠ করার হেদায়াত প্রেরিত হয়। পড়ার মধ্যে অন্যকে শুনানোর কাজ নিহীত রয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় বারের ওহীর মধ্যে কথা একেবারে পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে। একটি সংক্ষিপ্ত বিরতীর পর এরশাদ হলো ঃ "কুম ফাআনজির" অর্থাৎ ওঠে দাঁড়াও এবং সাবধান করে দাও, "ফাকাব্বির" অর্থাৎ সমগ্র মানবজাতির সামনে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব এবং মহত্ব ঘোষণা করো এবং তাদের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব এবং মহত্ব প্রতিষ্ঠিত কর। তিনিই সর্বাপেক্ষা মহান, এছাড়া সকল মহত্ব তাঁর সম্মুখে অবনত হবে। এমনকি পৃথিবীতে কেউ আল্লাহর স্থলাভিষিক্ত হয়ে রাজত্ব করতে পারবে না। কেউ নিজেকে নিজের মতামতকে অপরাপর মানুষের উপর চাপিয়ে দিতে পারবে না। আর মানুষের মাথা শুধুমাত্র নিজের মালিক ও স্রষ্টার সম্মুখে অবনত হবে।

একটু দৃষ্টি দিন, মুসলিম উম্মতের শুধু সৃষ্টি এ কারণেই হয়েছে। নতুবা এটা কোনো গোপন কথা নয় যে, যে যুগে কুরআন নাযিল শুরু হয়েছে সে সময় আল্লাহর এমন এমন বান্দাহ পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন, একত্ববাদে বিশ্বাস করতেন, রিসালাতের ধারাবাহিকতা এবং কিতাবের উপর ঈমান রাখতেন, যারা ইবাদাতের স্থানসমূহে রাত ভর দাঁড়িয়ে আল্লাহর ইবাদাত করতেন এবং দিনভর রোযা রাখতেন, আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্ক এবং তাদের সুন্দর চরিত্র সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা নিজেই পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন। এরপরও একটি নতুন রিসালাত, একটি নতুন দাওয়াত এবং একটি উম্মত কেন প্রয়োজন হলো ? এর একটি প্রয়োজন এই ছিল যে, ঈমান ও আমলের সকল পথ মানুষের সৃষ্ট সকল বিভ্রান্তি থেকে পবিত্র হয়ে আলোকিত হয়ে থাকে। কিন্তু এর অপর প্রয়োজনটি হলো, এমন একটি উম্মত অস্তিত্ব লাভ করুক, যারা মানুষের সামনে নিজেদের প্রভু এবং তাঁর দীনের সাক্ষ্য হিসেবে দাঁড়াবে, যাতে করে মানুষ ন্যায় ভিত্তির উপর নিজেকে স্থাপিত করতে পারে ঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ

"এবং এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী উম্মত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে করে তোমরা মানুষের সামনে সাক্ষ্য হয়ে দাঁড়াতে পারো।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৪৩

www.amarboi.org

এটা কুরআনের মিশন, এটা সেই মিশন যা কুরআন পাওয়া এবং এ আমানতের বাহক হবার ফলশ্রুতিতে আমার, আপনার এবং কুরআনের উপর ঈমানের দাবীদার সমগ্র উম্মতের মিশন হিসেবে স্বীকৃত।

এ দায়িত্ব কত বড় এবং কত ভারী তার চিত্র তুলে ধরাও অত্যন্ত কঠিন কাজ। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র মানবতাকে সঠিক পথে পরিচালিত করা এক সীমাহীন মহান কাজ। এ অনুভূতির কারণেই হযরত মুহাম্মাদ স. এ মহান দাওয়াতের প্রথম বাণী প্রাপ্ত হয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় হেরা গুহা থেকে কাঁপতে কাঁপতে ঘরে পৌঁছান। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা এ পবিত্র কুরআনের আমানতকে এক ভারী বক্তব্য বা "কাওলে ছাকিল" বলেছেন এবং 'কোমর ভাঙ্গা বোঝা' আখ্যায়িত করেছেন। এটা কোনো সহজ কাজ নয়, আবার এমন কঠিনও নয়, যা বহন করা অসম্ভব। যদি তাই হতো পরম দয়ালু করুণাময়, ন্যায় বিচারক, মহাজ্ঞানী আল্লাহ তাআলা এ বোঝা মানুষের উপর চাপিয়ে দিতেন না।

অতএব এ বোঝা বহন করার জন্য আমার নিজের মধ্যে এমন একজন মানুষ সৃষ্টি করতে হবে, যে মানুষটি শুধুমাত্র আল্লাহর গোলাম হবে এবং আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না। এ নতুন মানুষটি তৈরী করার জন্য এবং নিজের চর্তুদিকে এমন পরিবেশ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন, শুধুমাত্র আল্লাহর হুকুমে মানুষের মাথানত হবে তাঁর সামনে, কুরআনের উপর ঈমান থাকতে হবে, কুরআনের জ্ঞান থাকতে হবে, সবর ও দৃঢ়তা সৃষ্টি করতে হবে, একই সাথে নিয়মিত আন্দোলন এবং কুরবানীও প্রয়োজন। কুরআনের মিশন অনেক উন্নতমানের চরিত্র দাবী করে। এ মিশন আশা করে যে, মানুষ কুরআনের পতাকা উত্তোলনের সাথে সাথে নিজেদের চিন্তা এবং কর্মতৎপরতাকেও উন্নত করবে। এজন্য শক্তি এবং যোগ্যতা উভয়েরই প্রয়োজন।

কুরআন, তাকওয়া এবং রোযা

এ শক্তি, যোগ্যতা এবং উন্নত চরিত্রের মানদণ্ড হচ্ছে তাকওয়া। আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবের প্রথমেই ঘোষণা করে দিয়েছেন, যারা তাকওয়া অর্জন করতে পারবে, এ কিতাব থেকে কেবলমাত্র তারাই হেদায়াত পাবে এবং সঠিক পথে চলতে পারবে। "হুদাল্লিল মুত্তাকিন" অর্থাৎ তাকওয়া অর্জনকারীদের জন্য পথ প্রদর্শন। অপরদিকে রোযা রাখার উদ্দেশ্য বা রোযা রাখার ফল সম্পর্কে বলা হয়েছে "লায়াল্লাকুম তাত্তাকুন" অর্থাৎ যাতে করে তোমাদের মধ্যে তাকওয়া সৃষ্টি হয়।

www.amarboi.org

এ দুটি আয়াতকে মিলিয়ে পড়ুন এবং এ ব্যাপারে গভীর মনযোগ দিন। সাথে সাথেই আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন যে, রোযার সাথে পবিত্র কুরআনের এতো সম্পর্ক কেন ? এও বুঝতে পারবেন যে, কুরআন নাযিলের বর্ষপূর্তির মাসকে রোযা রাখার জন্য কেন নির্দিষ্ট করা হয়েছে ?

রোযার মাধ্যমে তাকওয়ার সে গুণ সৃষ্টি করার চেষ্টা করতে হবে যার মাধ্যমে কুরআন নির্ধারিত পথ চলা সহজ হয়ে যায় এবং কুরআনের আমানতের বোঝা বহন করা সম্ভব হবে। এ কাজের জন্য এ মাসের বরকতপূর্ণ সময়ের চেয়ে আর কোন্ সময় উপযুক্ত হতে পারে ?

তাকওয়া কি ?

তাকওয়া অত্যন্ত উঁচুদরের এবং অত্যন্ত মূল্যবান একটি গুণ এবং সকল কাঙ্ক্ষিত গুণের সমষ্টিও বটে। যাঁর মধ্যে তাকওয়ার গুণ রয়েছে তাঁকে আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্ত কল্যাণের জামানত দান করেছেন। তাকওয়া এমন একটি জিনিস, যার মাধ্যমে সকল সমস্যা মোকাবিলা করার পথ পাওয়া যায়। তাকওয়ার মাধ্যমে রিযিকের দরজা এমনভাবে উন্মুক্ত হয়, যা কল্পনাও করা যায় না। তাকওয়ার কারণে দীন ও দুনিয়ার সকল কাজ সহজ হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দেন এবং মহান পুরস্কার দান করেন। মুত্তাকীনদের জন্য এমন জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, যার প্রশস্ততার মধ্যে সমগ্র পৃথিবী ঢুকে যাবে। তাদের সাথে সেই মাগফিরাতের ওয়াদা করা হয়েছে যা মানুষকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। জান্নাত তাদের উত্তরাধিকার, দুনিয়াতেও আসমান ও যমীনের সকল বরকতের দুয়ার খুলে দেয়ার ওয়াদা তাঁদের সাথে করা হয়েছে যাঁরা ঈমান ও তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত।

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ـ الاعراف : ٩٦

"যদি লোকালয়ের লোকেরা ঈমান গ্রহণ করে আর তাকওয়া অবলম্বন করে, তাহলে আমরা তাদের জন্য আসমান ও যমীনের সমস্ত বরকত সমূহের দরজা খুলে দেবো।"–সূরা আল আরাফ ঃ ৯৬

তাকওয়া কি ? গুছিয়ে যদি বলা যায় তাহলে বলতে হয়, অন্তর ও রূহ, জ্ঞান ও সচেতনতা, আগ্রহ ও ইচ্ছা, সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা, আমল ও কর্মতৎপরতার সেই শক্তি এবং যোগ্যতার নাম, যার প্রভাব বলয়ে আমরা

www.amarboi.org

সে কাজ থেকে বিরত হয়ে যাই, যাকে আমরা ভুল বলে মনে করি ও সাব্যস্ত করি এবং নিজের জন্য ক্ষতিকর মনে করি। পক্ষান্তরে আমরা সে কাজের উপর দৃঢ় হয়ে যাই যাকে আমরা সঠিক মনে করি এবং সাব্যস্ত করি। তাকওয়ার আভিধানিক অর্থ "নিরাপদে থাকা"। আমি আপনাদের সামনে যা আলোচনা করলাম তাতে উল্লেখিত অর্থসমূহের মধ্যে 'তাকওয়া' শব্দটি একেবারে মৌলিক ও প্রাথমিক অর্থবোধক শব্দ।

কোনো ধরনের ক্ষতি এবং আঘাত থেকে রক্ষা পাওয়ার শক্তি আমাদের মধ্যে প্রকৃতিগতভাবেই আছে। লাভের প্রতি লোভ এবং লাভের সন্ধানে চলতে থাকার আগ্রহ না থাকলে মানুষের বেঁচে থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পড়বে। এ না হলে মানুষের উন্নতিও সম্ভব নয়। জ্বলন্ত আগুনে আমরা হাত দেই না, বরঞ্চ আমাদের হাত জ্বলন্ত আগুনের কাছ থেকে আপনা-আপনি দ্রুত ফেরত চলে আসে। আমাদের শিশু অজ্ঞতাবশতঃ আগুনের নিকটে গেলেই তাকে উদ্ধার করে জড়িয়ে ধরার জন্য অস্থির হয়ে পড়ি, কিন্তু কেন ? কেননা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, আগুনে আমাদের হাত পুড়ে যাবে, আগুনের নিকটবর্তী হলে আমাদের শিশু মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে। এটা পার্থিব আগুন সম্পর্কে আমাদের তাকওয়া, এই আগুনের ক্ষতি সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে, এটা আমাদের চোখের সামনেরই ঘটনা। এছাড়া আরেক প্রকার আগুন রয়েছে। এ আগুন ঈমান, আমল, চিন্তা ও চরিত্রের বিপর্যয়ে দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে। সে আগুনে পড়া এবং জ্বলা কি সম্ভব ? কোন্ পথে চললে এ পার্থিব আগুন এবং পরকালের আগুন থেকে বাঁচা যাবে ? একথাই কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে। সে সতর্ক করছে ঐ পথগুলোর নিকটেও যেও না। ঐ আগুন থেকে আত্মরক্ষা কর। একগুয়েমী, যুলুম, মিথ্যা, হারাম মাল, হক অস্বীকার করা, এই সবকিছুই আগুন।

এ আগুন আমরা চোখে দেখতে পারি না, এ ব্যাপারে আমাদের বাস্তব কোনো অভিজ্ঞতা নেই। এ আগুনে হাত দিয়ে আমরা জ্বলার কষ্ট সাথে সাথেই উপলব্ধি করতে পারি না। পার্থিব আগুন আমরা দেখতে পাই বলে এর ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবার চেষ্টা করি। এর মধ্যে পুড়ে গেলে সাথে সাথেই এবং এক্ষুণি জ্বালা অনুভব করি। এর ক্ষতি সম্পর্কে আমাদের পুরোপুরি দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে। যদি ঠিক এমনিভাবে একথার উপর আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে যায় যে, মিথ্যা বলার সাথে সাথে জিহ্বা আগুনে জ্বলে, হারাম খেলে পেট আগুনের অঙ্গারে পূর্ণ হতে থাকে, অথবা হারাম পথে চললে আগুনের বিছানা এবং আগুনের খাওয়া-দাওয়া তৈরী হতে থাকে, তাহলে অবশ্যই আমাদের দেহ-মন

www.amarboi.org

জীবনে সেই শক্তি, যোগ্যতা সৃষ্টি হবে যা আমাদেরকে উল্লেখিত কাজগুলো থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হবে।

এটা আল্লাহ এবং তাঁর আগুন সম্পর্কে তাকওয়া, এ তাকওয়ার প্রথম দৃষ্টি হচ্ছে অদৃশ্যে বিশ্বাস,"আল্লাজিনা ইউমিনুনা বিল গাইব" কুরআন থেকে হেদায়াত পাওয়ার জন্য যোগ্য মুত্তাকীগণ গায়েবের প্রতি অর্থাৎ অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস রাখে। আজকের ঈমানের ত্রুটি এবং খারাপ কাজ আগামী কালের আগুন, যদিও আজকে আমরা তা দেখতে পাই না, এ অদৃশ্য কথার উপর দৃঢ় বিশ্বাসই তাকওয়া সৃষ্টি করে। এ দৃঢ় বিশ্বাস সেই শক্তির জন্ম দেয়, কুরআনের পথে চলার জন্য যার সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন, এর মাধ্যমে চলার পথের সবচেয়ে দরকারী সম্বল তাকওয়া সংগৃহিত হয়।

তাকওয়ার উল্লেখিত হাকীকত সামনে রেখে একটু চিন্তা করুন, আপনারা সাথে সাথেই বুঝতে পারবেন যে, তাকওয়ার জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন চারিত্রিক সৌন্দর্য, কাজের মধ্যে ভুল ও শুদ্ধ, হক ও বাতিলের স্থায়ী বিধান এবং মানদণ্ড নির্ণয় করা এবং পাশাপাশি এর অনুসরণ করা। যারা বলে "আকীদা ও চরিত্রের মধ্যে ভুল ও শুদ্ধের কোনো সুনির্দিষ্ট অস্তিত্ব, বিধান বা মানদণ্ড নেই, এগুলো অপ্রয়োজনীয় বিষয়, এটা তো যুগ ও অবস্থার প্রেক্ষিতে পরিবর্তিত হয়, অথবা ব্যক্তি ঈমানদার হউক বা বেঈমান হউক এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তাদের জন্য তাকওয়ার প্রশ্নই উত্থাপিত হতে পারে না।

আমরা আল্লাহ তাআলাকে আমাদের প্রভু হিসেবে স্বীকার করি। এর অর্থ হচ্ছে ন্যায় ও সঠিক শুধু সেটাই যার মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। যা কিছু তাঁর নির্দেশ, যা কিছু করার জ্ঞান তিনি দান করেছেন, তাঁর অসন্তুষ্টি সৃষ্টি করে এমন প্রতিটি জিনিস, তাঁর গজবে ইন্ধন যোগায় এমন প্রতিটি কাজ, যে কাজ করলে তাঁর আদেশ লঙ্ঘিত হয়, সেসব কিছুই ভুল এবং পরিত্যাজ্য, সেটা ক্ষতিকর এবং লোকসানের পথ। এসব থেকে আত্মরক্ষা করা অত্যন্ত জরুরী।

আল্লাহ তাআলাকে প্রভু হিসেবে স্বীকার করার অর্থ এও হয় যে, প্রকৃতিতে কিছু বস্তু এমনও আছে যা বাস্তবের চৌহদ্দীর বাইরে। যার দেহ বা জীবন নেই, যা ক্ষুধা ও পিপাসা থেকে মুক্ত, যা উপস্থিত কামনা পূরণের স্বাদের চেয়েও অধিক মূল্যবান ।

ভুল-শুদ্ধের জ্ঞান শুধু তিনি দিতে পারেন, এবং ঐ বাস্তবতার জ্ঞানও শুধু তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া যেতে পারে, যাঁর নিকট দৃশ্য-অদৃশ্য উভয় জ্ঞানই রয়েছে এবং যাঁর ইচ্ছাই শুদ্ধ-অশুদ্ধের কষ্টিপাথর।

www.amarboi.org

মোত্তাকী তাঁরা হতে পারেন যাঁরা এই অদৃশ্য নির্দেশাবলীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন। একথাগুলোকে মেনে নেন, তাঁদের জন্য একটিই পথ আছে, অর্থাৎ তাঁরা নিজেদের তন-মন-ধন সবকিছু পরিপূর্ণভাবে নিজেদের প্রভুর নিকট সমর্পন করবেন। তাঁদের ওঠা-বসা, চলা-ফিরা, বলা-শোয়া, সবকিছু আল্লাহর বন্দেগীর জন্য ওয়াক্‌ফ হয়ে যায়। যা কিছু তারা দিয়েছে সেটা সম্পদ হউক বা সময়, বস্তু হউক বা আত্মীক কিছু হউক, তাঁরই পথে লাগিয়ে দিবে এবং এ প্রয়োজনেই খরচ করে দেয়, পুরো জীবনটাই এ চিন্তায় অতিবাহিত করে যে, আগামীকাল তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হবে। আর সে সময়ের সাফল্যই আসল সাফল্য।

এটাই তাকওয়ার সেই সূত্র যা আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদের শুরুতেই সূরায়ে বাকারায় বলে দিয়েছেন অদৃশ্যে বিশ্বাস, নামাযের মাধ্যমে দেহ-মনের ইবাদাত, তাঁর দেয়া সম্পদ থেকে তাঁর পথে ব্যয় করা, ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্যের জন্য ওহীকে কষ্টিপাথর হিসেবে বিশ্বাস করা, এবং আখেরাতের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা।

যারা আল্লাহকে নিজেদের প্রভু বলে স্বীকার করে অথচ নিজেদের দেহ-মনের শক্তিকে, নিজেদের সময় ও সম্পদকে আল্লাহর অপছন্দনীয় পথে লাগায়, এবং যে কাজে আল্লাহর অসন্তুষ্টির আগুন জ্বলে ওঠে সে কাজ থেকে বিরত হয় না, তারা তাকওয়া থেকে বঞ্চিত। তাকওয়া শুধু প্রকাশ্য কাজের অনুসরণের নাম নয়, এটা মনের গভীরে রক্ষিত শক্তি ও দৃঢ় বিশ্বাসের নাম। এ কারণেই রাসূলে করীম স. একদিন নিজের পবিত্র কলবের দিকে তিন তিনবার ইঙ্গিত করে বললেন, তাকওয়া তো এখানে থাকে।

–মুসলিম ঃ আবু হোরায়রা রা.।

তাকওয়া ও রোযা

তাকওয়ার উল্লেখিত তাৎপর্য মনে রাখলে একথা বুঝা কঠিন হবে না যে, তাকওয়া সৃষ্টি করার জন্য রোযা, কিয়ামে লাইল এবং কুরআন তেলাওয়াতের চেয়ে অধিক কার্যকর কর্মসূচী তৈরী করা অত্যন্ত কঠিন, আর এই কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য পবিত্র রমযান মাসই সবচেয়ে মোক্ষম মাস। রোযা ও রাতে দাঁড়িয়ে কুরআন তেলাওয়াত উভয় কাজকে রমযান মাসে একত্রিত করে আল্লাহ তাআলা প্রকৃতপক্ষে এ তাকওয়া অর্জনের পথ আমাদের জন্য খুলে দিয়েছেন।

আমরা রোযা রাখলে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ক্ষুধা-পিপাসাসহ শরীরের অপরাপর বৈধ চাহিদাও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় পূরণ করা থেকে

www.amarboi.org

বিরত থাকি। তাঁর কাছ থেকে বিনিময় ও পুরস্কার পাবার জন্য নিজেদের বৈধ চাহিদাগুলোকেও কুরবান করে দেই। রাত এলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর কালাম শ্রবণ করি, আর সারা মাসে কমপক্ষে একবার পুরো কিতাবের তেলাওয়াত শুনে নেই। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, ভাষা না জানার কারণে এবং পরিশ্রম না করার কারণে আমাদের পাল্লায় কিছুই পড়ে না, কেননা আল্লাহ আমাদেরকে কি বললেন আর আমরা কি শুনলাম কিছুই বুঝা গেল না। কিন্তু আল্লাহর উদ্দেশ্য একেবারে সুস্পষ্ট, তিনি চান এ মাসের মধ্যে আমরা একবার পুরো হেদায়াত গ্রন্থ থেকে আলোকিত হই, যা তিনি কুরআন মাজীদের মাধ্যমে আমাদেরকে দান করেছেন। যার উপর আমল করা এবং যার দিকে অন্যদেরকে আহ্বান করা আমাদের প্রথম কর্তব্য। কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে জ্ঞান ও ঈমান লাভ হয় এবং রোযার মাধ্যমে আমলের শক্তি অর্জিত হয়।

রোযার মধ্যে আল্লাহর হুকুম হলে আমরা খাই, তাঁর হুকুমে আমরা বিরত হয়ে যাই। অথচ খাওয়াও হারাম নয়, পান করাও হারাম নয়। কিন্তু রোযার মধ্যে আমরা এই মৌলিক প্রয়োজনগুলোকেও আল্লাহর আনুগত্যের কারণে আমাদের উপর হারাম বানিয়ে নেই। যা অন্য সময় পূরণ করা শুধু বৈধই নয় বরং কর্তব্যও বটে। এর মাধ্যমে আমরা এমন শক্তি অর্জন করি, যে শক্তির ফলে আমরা প্রয়োজন যতই কঠিন হউক না কেন এবং তা যতই সঠিক ও বৈধ মনে হউক না কেন আল্লাহ নিষেধ করেছেন, তাই আমরা সকল কাজ থেকে বিরত হয়ে যাই।

আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল স. যে সমস্ত গূঢ় সত্যের সন্ধান দিয়েছেন, রোযার মাধ্যমে সেগুলোর প্রতি বিশ্বাসের ভিত্তি আরো সুদৃঢ় হয়। সে সত্যগুলো বস্তু নয় সেগুলো ধরাছোয়াও যায় না। ক্ষুৎ-পিপাসা এবং জৈবিক চাহিদার মতো অতিপ্রয়োজনীয় বাস্তবতার চেয়েও সেই সত্যগুলো অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আমরা শুধুমাত্র খাবার জন্য বেঁচে থাকি না। উন্নত নৈতিকতা জীবনের জন্য অপরিহার্য এক্ষুণি যে চাহিদা পূরণ করা দরকার, যার স্বাদ আজ ই উপভোগ করা যায়, এমন পার্থিব বাসনাসমূহকে কুরবানী করার মাধ্যমে রোযা আমাদের জীবনে উন্নতর আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক শক্তি সৃষ্টি করে।

রোযা একথা আরো সুদৃঢ় করে দেয় যে, মূল বিষয় হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য। কোনো বিষয়ের সঠিক হওয়া বা ভুল হওয়ার শেষ সনদ হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ। নেকী ও সওয়াব খাওয়া-দাওয়া বা উপবাস থাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, জেগে থাকার মধ্যেও নয়, ঘুমিয়ে থাকার মধ্যেও নয়।

www.amarboi.org

শুধুমাত্র আল্লাহর আনুগত্য আর নির্দেশ মানার মধ্যেই রয়েছে নেকি ও সওয়াব। রাত্রিতে দাঁড়ানোর মাধ্যমেও একই ধরনের শক্তি অর্জিত হয়।

এ শক্তিসমূহ যখন এবং যতটুকু সৃষ্টি হয়, তখন এবং ঠিক ততটুকুই আমরা ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে পুরো জাতি কুরআনের আমানতের বোঝা বহন করার যোগ্য হতে পারি। কেননা, বস্তুগত, নিত্যপ্রয়োজনীয় ও উপভোগ্য সামগ্রীর চাহিদাকে পদদলিত করে নিজেদের জীবনোদ্দেশ্য এবং কুরআনের দায়িত্ব ও মিশনের পূর্ণতাকে অগ্রাধিকার দেয়ার যোগ্যতা সৃষ্টি হতে পারে। এ যোগ্যতারই অপর নাম তাকওয়া।

বিষয়টিকে অপর একটি দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখুন। দৃশ্যত রোযার কোনো চেহারা বা অবয়ব নেই। নফস ও পেটের গভীরে উত্থিত ক্ষুধা, পিপাসা এবং যৌন চাহিদাকে অন্য কেউ দেখতে পারে না এবং অনুভব করতেও পারে না অথবা কেউ এ অনুভূতিতে অংশিদারও হতে পারে না। এ চাহিদাগুলোকে কুরবান করারও দৃশ্যত কোনো কাঠামো নেই। অতএব, এ চাহিদাগুলোকে ত্যাগ করার বিষয়টি কোনো সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড দিয়ে মাপা যাবে না। রোযা তো শুধু প্রভুর উপস্থিতির সুদৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তা এটাকেই মজবুত করে। এটাই এর জীবন। আল্লাহ সবসময় সাথে আছেন, যেখানেই থাকুন না কেন তিনি সর্বত্র উপস্থিত থাকেন। দু ব্যক্তি এক স্থানে থাকলে সেখানে তৃতীয় জন থাকেন আল্লাহ। কেউ একা থাকলে দ্বিতীয় জন থাকেন তিনি। তিনি শাহরগের চেয়েও বেশী নিকটে। এটা সেই ঈমান, প্রতিটি মুহূর্ত নিজের প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত থাকার ঈমান, যা রোযার প্রকৃত ফল। এ জন্য হাদীসে কুদসীতে বলা হয়েছে যে, রোযা শুধু আমার জন্য, তাই একমাত্র আমিই এর বিনিময় দিব।–বুখরী, মুসলিম ঃ আবু হুরায়রা রা.। তাকওয়া ঈমানের এ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ঈমান থেকেই তাকওয়া খাদ্য গ্রহণ করে। এর উপরই দৃঢ়তা লাভ করে। আর এ পরিবেশেই ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়।

শেষে এবার আপনাদেরকে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে চাই। বেহিসেব লাভবান হবার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত ব্যবস্থাপত্র ব্যবহার থেকে বিরত করার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে শয়তান নতুন প্রচেষ্টা শুরু করে। যাতে করে অন্ততপক্ষে সীমাহীন লাভটাকে কমিয়ে সীমিত করে দেয়া যায়। যেন আমরা সাগরের মধ্য থেকে কয়েক ফোটা পানি সংগ্রহ করেই সন্তুষ্ট হয়ে যাই।

রোযা আর কেয়ামে লাইলের মাধ্যমে সেই তাকওয়াও অর্জিত হতে পারে যা আপনারা দেখেছেন এবং এর দ্বারা এমন তাকওয়া অর্জিত হতে

www.amarboi.org

পারে, যার মাধ্যমে কিছু ছোট নেকীর কাজ করে আমাদেরকে সন্তুষ্ট করে দিতে পারে। এতে মোস্তাহাবের চিন্তা নফলের চেয়ে অধিক গুরুত্ব দিয়ে করা হয়। নফলের চিন্তা সুন্নাত থেকে বেশী করা হয়, সুন্নাতের গুরুত্ব ফরজের চেয়ে বেশী করা হয়।

কিন্তু আল্লাহ তাআলা পবিত্র রমযান মাসে রোযা ফরয করে যে তাকওয়া অর্জন করার শিক্ষা দিয়েছেন তা এর চেয়ে অনেক বড় জিনিস। এটা সেই তাকওয়া যার মাধ্যমে আমরা ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং সামষ্টিক পর্যায়ে এ রমযানে নাযিল হওয়া কুরআন মাজীদের মিশনকে পূর্ণ করার এবং এর হক আদায়কারী উত্তরসূরী হতে পারি। একথা এ জন্য জানা দরকার যে, এমনটি হয়েছে এবং হতে থাকে যে, রোযাদার রোযা রাখতে থাকে। রাত্রি জাগরণকারী রাত্রি জেগে থাকে। কিন্তু এক কদমও সেই পথে অগ্রসর হয় না, যে পথে রমযানের রোযা এবং তেলাওয়াতে কুরআন মাজীদ তাদেরকে নিয়ে যেতে চায়। অথচ ভালো কাজের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ ফরযের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফরয এবং লাভের দিক থেকে সবচেয়ে অধিক লাভ বহনকারী কাজ তো এটাই যে, আমরা কুরআনের হক আদায় করার জন্য এবং আল্লাহর অপরাপর বান্দাহদেরকে কুরআন প্রদর্শিত পথে পরিচালিত করার জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত এবং বাস্তবে কিছু না কিছু কাজ অবশ্যই করবো।

এ ফরযকে আদায় করার চিন্তা আমরা শুধু তখন করতে পারি, যখন আমরা কুরআন মাজীদ, রমযানের রোযা এবং তাকওয়ার পারস্পরিক সম্পর্ককে ভালোভাবে বুঝতে পারবো। এ পর্যন্তকার আমার বক্তব্যের উদ্দেশ্য এটাই ছিল। আমাদেরকে এটা ভালোভাবে মনে রাখতে হবে যে, রমযান মাসে শুধুমাত্র আল্লাহর কালাম নাযিল হবার কারণেই এ মাসে রোযা রাখা ফরয করা হয়েছে। এ মাসের সমস্ত বরকত, মহত্ব শুধুমাত্র এই কারণে যে, এ মাসে আল্লাহ তার বান্দাহদেরকে পথ নির্দেশনার ইচ্ছা পোষণ করেছেন এবং নিজের মহত করুণায় নিজের পথনির্দেশনার শেষ বাণীটুকু নিজের শেষ নবী স.-এর মাধ্যমে বিশ্ববাসীর নিকট হস্তান্তর করেছেন। এ মাসে রোযা ফরয করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমরা নিজেদের মধ্যে সেই তাকওয়া সৃষ্টি করি, যার মাধ্যমে আমাদের মধ্যে আল্লাহ তাআলার দেয়া পথনির্দেশকে কিতাবের হক আদায় করার শক্তি ও যোগ্যতা অর্জিত হয়।

❐

www.amarboi.org

২য় অধ্যায়

আপনারা কি করবেন ?

পবিত্র রমযান থেকে অধিকতর লাভবান হবার জন্য আপনারা কি করবেন ? এ মাসের রোযা, তারাবীহ, কুরআন তেলাওয়াত, ইবাদাত, দৈনন্দিনের কাজকর্ম, রাত্রিসমূহ, দিবসগুলো থেকে এ শক্তি এবং যোগ্যতা কিভাবে অর্জন করা যাবে ? এবার আমি আপনাদের এসব প্রশ্নের উত্তর দেয়ার চেষ্টা করবো।

১. নিয়ত ও ইচ্ছা

এ ব্যাপারে প্রথম কাজ হচ্ছে বিশুদ্ধ নিয়ত ও সুদৃঢ় ইচ্ছা। নিয়ত চেতনা ও অনুভূতি সৃষ্টি এবং একে কার্যকর করার কাজ করে। চেতনা সৃষ্টি হলে ইচ্ছা জাগে। আর ইচ্ছা চেষ্টা-সাধনার যোগ্যতা সৃষ্টি করে। কোনো কাজের জন্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে সঠিক চেতনা এবং সাফল্যের জন্য দৃঢ় ইচ্ছা শরীরের জন্য প্রাণ সমতুল্য। এ অর্থে নামায, রোযা এবং ইবাদাতের জন্য নিয়তের তাগিদ করা হয়েছে। কোনো কোনো আলেমের দৃষ্টিতে মুখে নিয়ত উচ্চারণ ছাড়া আমল শুদ্ধ হয় না। আবার কারো কারো দৃষ্টিতে অন্তরের সিদ্ধান্ত এবং মনের ইচ্ছাই যথেষ্ট। শুধুমাত্র নিয়তের উচ্চারণ আওড়ানো অথবা মনের মধ্যে কোনো ফরয কাজ আদায় করার ইচ্ছা পোষণ করার মাধ্যমে ফেকাহ ও আইনের শর্ততো অবশ্যই পূরণ করা যায়। কিন্তু নিয়ত এভাবে প্রাণের সঞ্চার করে যখন এ নিয়ত চেতনায় কাজের উদ্দেশ্যকে সুস্পষ্ট করে দেয়, অন্তরে উদ্দেশ্য লাভের জন্য দৃঢ় ইচ্ছা জাগ্রত করে।

জীবন্ত ও মৃত দেহের মধ্যে দেখতে খুব একটা পার্থক্য নেই। জীবন্ত দেহ শক্তি প্রয়োগ, নড়াচড়া ও কাজের যোগ্যতা রাখে। পক্ষান্তরে মৃতদেহ শক্তি প্রয়োগ, নড়াচড়া ও কাজের যোগ্যতা থেকে বঞ্চিত। আমলসমূহের একই অবস্থা। যদি আমলের মধ্যে শুদ্ধ নিয়তের প্রাণ থাকে তাহলে তা অত্যন্ত ভালো, ফলোদায়ক। একথাটিকেই নবী করীম স. এভাবে বলেছেন ঃ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ "কাজের ভালো-মন্দ এবং গুরুত্বের মাত্রা নিয়তের উপর নির্ভরশীল"–বুখারী ঃ ওমর রা.। প্রতিটি মানুষের কর্মফল সে তার নিয়ত অনুযায়ী পাবে।

নিয়ত বিশুদ্ধ এবং আন্তরিক হতে হবে। অর্থাৎ প্রতিটি কাজ শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এবং শুধুমাত্র তার কাছ থেকেই বিনিময় পাওয়ার

www.amarboi.org

জন্য করতে হবে। যদি আপনার নিয়ত বিশুদ্ধ ও আন্তরিক না হয়, আর আপনারা যদি কাজটি শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য না করেন, তা হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না এবং আপনাদের পরিশ্রমের ফলাফল নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

নিয়ত আকাঙ্ক্ষা ও চাওয়ার প্রকাশ। নিয়ত আকাংখা ও চাওয়ার স্রষ্টা, আকাঙ্ক্ষা ও চাওয়া থাকলে দৃঢ় ইচ্ছা ও সাহস সৃষ্টি হয়। দৃঢ় ইচ্ছা ও সাহসই সেই শক্তি যার মাধ্যমে আমাদের শরীরকে সচল রাখে। এটা সেই মৌলিক গুণ, যা ছাড়া কোনো পথই অতিক্রম করা সম্ভব নয়। এমনকি পবিত্র রমযান মাসের সফরও আপনাদেরকে লক্ষ্য পানে পৌঁছাতে পারবে না।

পবিত্র রমযান মাসকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে আপনাদেরকে এর অবস্থান, এর বাণী, এর উদ্দেশ্য এবং এর মহত্ব বরকতের চেতনাকে জাগ্রত করতে হবে। সাথে সাথে এই নিয়ত করতে হবে যে, এ মাসে আপনারা যে কর্মতৎপরতা ও ইবাদাতের প্রতি গুরুত্ব দিবেন, সেগুলোর মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে সেই তাকওয়া অর্জন করার চেষ্টা করতে হবে, যা কিনা আপনাদেরকে আল্লাহর দীনের চাহিদা এবং কুরআন মাজীদের মিশন পূর্ণ করার যোগ্য করে গড়ে তুলবে। এছাড়া এ মাসের পরিপূর্ণ কল্যাণ অর্জন করার জন্য কঠিন পরিশ্রম ও দৃঢ়তার সাথে ফরয, সুন্নত ও নফল কাজগুলো সুন্দরভাবে আদায় করার চেষ্টা করতে হবে।

রমযান মাস আগমনের পূর্ববর্তী মাসের শেষ দিন অথবা রমযান মাসের প্রথম রাতেই এ মাসটিকে পূর্ণাঙ্গভাবে লাভজনক করার উদ্দেশ্যে রাতে কিছুক্ষণ সময় নিরিবিলি বসুন। আল্লাহর দরবারে নিজেকে উপস্থিত মনে করুন, তাঁর প্রশংসা করুন, নবী স.-এর প্রতি দরূদ পাঠান, নিজের গুনাহসমূহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন, এর পর আগত মাসে যে সমস্ত কাজ করার কথা আমি বলেছি, সে ব্যাপারে চিন্তা করুন (অথবা এই বইটি পাঠ করুন) অতপর পুরো মাসের জন্য চেষ্টা-সাধনা এবং পরিশ্রম করার নিয়ত করুন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন, আল্লাহর নিকট সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করুন এবং প্রার্থনা করুন যেন তিনি নিজে আপনাদের হাত ধরে তাঁর পথে আপনাদেরকে পরিচালিত করেন।

২. কুরআন মাজীদের সাথে সম্পর্ক

দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে কুরআন মাজীদের তেলাওয়াত শ্রবণ এবং এর জ্ঞান অর্জন ও উপলব্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা। পবিত্র রমযান মাসে বিশেষ ইবাদাত অর্থাৎ রোযা ও রাতে দাঁড়ানো কোনো না কোনোভাবে ব্যক্তিকে কুরআন মাজীদ কেন্দ্রীক করে রাখে। কুরআন শিক্ষা করা এবং তা

www.amarboi.org

বাস্তবায়ন করার যোগ্যতা সৃষ্টি করাই হচ্ছে এ মাসের প্রকৃত পাওয়া। এ জন্য এ মাসের অধিকাংশ সময় পবিত্র কুরআন মাজীদের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি ও গভীর করার কাজে ব্যয়ের ব্যবস্থা করা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। এ সময়গুলো এমনভাবে কাজে লাগাবেন যেন একদিকে আপনাদের মধ্যে এ উপলব্ধি সৃষ্টি হয় যে, আল্লাহ তাআলা আপনাকে কি বলেছেন ? অপরদিকে যেন কুরআন মাজীদ আপনাদের মন ও চিন্তাকে সারাক্ষণ বেষ্টন করে রাখে এবং সে অনুযায়ী আমল করার আগ্রহ নিজেদের মধ্যে যেন সৃষ্টি হয়।

নিয়মিত তারাবীর নামায আদায় করলে কমপক্ষে এতটুকু তো অর্জিত হয় যে, সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ একবার শ্রবণ করে নেয়া হলো। আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে আল্লাহর কালাম শ্রবণের যে আত্মিক লাভালাভ, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আরবী জানা না থাকার কারণে কুরআনের আহ্বান আর রমযানের তাৎপর্য সঠিকভাবে বুঝতে না পেরে আপনারা এ ইবাদাত থেকে পূর্ণ ফায়দা অর্জন করতে পারেন না। তাই এ উদ্দেশ্য হাসিলের তাগিদে কিছু বেশী পরিশ্রম করা দরকার, তারাবীতে যে সময় নিয়োজিত করেন তার চেয়ে কিছু অধিক সময় কুরআনের জন্য নির্ধারিত করুন। অর্থাৎ প্রতিদিন কুরআনের কিছু অংশ অর্থসহ বুঝে পড়ার চেষ্টা করুন।

প্রতিদিন কতটুকু অংশ বুঝে পড়বেন ? তারাবীতে কুরআন পড়ার জন্য একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারিত রয়েছে। অর্থাৎ প্রতিদিন এই পরিমাণ পড়তে হবে, যাতে করে পুরো মাসে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ একবার পড়ে শেষ করা যায়। হাদীসের মাধ্যমে জানা যায় যে, এ মাসে জিবরাঈল আ. নিজে এসে নবী করীম স.-কে একবার সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করিয়ে দিতেন। বুখারী, মুসলিম ঃ ইবনে আব্বাস রা.। অতএব যেখানে তারাবীর সময় প্রতি রাতে এক পারা কুরআন শুনানো হয় সেখানে আপনারা প্রতিদিন অর্থসহ এক পারা কুরআন পড়ে নিন। কিন্তু এটা কঠিন কাজ, খুব কম সংখ্যক লোক এটা সম্পন্ন করতে পারেন।

যারা দুর্বল, এ ব্যাপারে স্বয়ং কুরআন মাজীদ তাদের জন্য বিষয়টি সহজ করে দিয়েছে। এই দুর্বলতা অসুস্থতার জন্য হউক বা জীবিকার সংগ্রামের কারণে হউক বা আল্লাহর পথে কাজ করার জন্য হউক, বলা হয়েছে, সহজ-স্বাভাবিকভাবে যতটুকু সম্ভব ততটুকু পড়। فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنُ সুতরাং দ্বিতীয় অবস্থা এটা হতে পারে যে, সমাগত রমযান মাসের প্রথম তারিখ থেকে আপনারা এ মনোবল নিয়ে অর্থসহ কুরআন পড়ার কাজ শুরু করে দিন, যেন কমপক্ষে আগামী রমযান আসা পর্যন্ত আপনারা সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ অর্থসহ একবার পড়ে শেষ করতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে প্রতিদিন এক/দেড়

www.amarboi.org

রুকূ'র বেশী পড়ার প্রয়োজন হবে না। এতটুকু সময় বের করা না রমযান মাসে অসম্ভব, আর না অন্য সময়ে।

যদি আপনারা এই পরিমাণ কুরআন পড়াকে কষ্টসাধ্য মনে করেন, তাহলে চলতি রমযান মাস থেকে অর্থসহ কমপক্ষে তিন আয়াত পাঠ করা শুরু করে দিন। এভাবে এ বছরে না হউক পাঁচ-ছয় বছরে আপনারা একবার পুরো কুরআন শরীফ পড়া শেষ করতে পারবেন। এই কাজটি রমযান মাসে শুরু করলে আপনাদের সে কাজের সাথে আল্লাহ তাআলার বরকত যোগ হবে।

বুঝে পড়ার সাথে সাথে অত্যন্ত জরুরী বিষয় হচ্ছে কুরআনকে নিজেদের মধ্যে আত্মীকরণ করুন, কুরআনের সাথে মন ও রূহের সম্পর্ক গভীর করুন এবং লক্ষ্যপানে এগিয়ে চলুন। কুরআন মাজীদ নিজেই নিজের পাঠক ও শ্রোতাদের যে বিশেষণ বর্ণনা করেছে তা শুধু বুদ্ধি দিয়ে বুঝে পড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এভাবে তো অনেক অমুসলিমও পড়ে বরং কাঙ্ক্ষিত পড়া হচ্ছে রূহ, মন ও শরীরের পুরো অংশগ্রহণের সাথে পড়া। কুরআন নিজে বর্ণনা করছে যে, যখন তার আয়াত তেলাওয়াত করা হয়, তখন পাঠক ও শ্রোতার অন্তর কেঁপে ওঠে এবং নরম হয়ে যায়। তাঁদের শরীরের পশম কাঁটা দিয়ে ওঠে, তাঁদের চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে, তাঁরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন, তাঁদের ঈমান বৃদ্ধি হয়ে যায়। নবী করীম স. বলেছেন, "তোমরা কুরআন মাজীদ পড়ার সময় কাঁদবে। যদি কাঁদা না আসে তাহলে কাঁদার চেষ্টা করো। কেননা কুরআন ভাব গম্ভীর পরিবেশে নাযিল করা হয়েছে।"

হয়তো আপনি খুব ক্ষুদ্র অংশ পড়ছেন, যেমন "আল ক্বারিয়াহ" সূরা থেকে কুরআনের যেখানে কঠিন বিপদ সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে, অথবা সূরা "যিলযাল" থেকে যেখানে "ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অসৎকাজ এবং ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র সৎকাজ সম্মুখে উপস্থাপন করার" সংবাদ দেয়া হয়েছে, গভীর মনোনিবেশে ডুবে থেকে পড়ুন যেন আল্লাহ তাআলার সামনে উপস্থিত রয়েছেন। তিনি আপনাদের সাথে কথা বলছেন এবং দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন আপনাদের কি করতে হবে এবং কি করা থেকে বিরত থাকতে হবে, সম্মুখে কি পরিস্থিতি আসছে এবং ভবিষ্যতে কি পাওয়া যেতে পারে, তা তিনি বলে দিচ্ছেন। আপনাদের মন, মানসিকতা আর দেহ সবকিছুকেই এ তেলাওয়াতের কাজের অংশীদার করতে হবে।

৩. আল্লাহ তাআলার আনুগত্যহীনতা থেকে আত্মরক্ষা

তৃতীয় ঃ আল্লাহ তাআলার আনুগত্যহীনতা থেকে আত্মরক্ষার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করতে হবে। রোযার উদ্দেশ্য আল্লাহভীতি সৃষ্টি করা

www.amarboi.org

আর পবিত্র রমযান মাস হচ্ছে আল্লাহভীতির মান উন্নয়নের বসন্ত মৌসুম। এ কারণে এ মাসে আল্লাহর আনুগত্যহীনতা থেকে আত্মরক্ষার জন্য বিশেষভাবে প্রচেষ্টা চালানো প্রয়োজন। এর অর্থ এই নয় যে, রমযান ছাড়া অন্যান্য মাসের দিন ও রাত্রিতে আল্লাহর আনুগত্যহীনতা থেকে আত্মরক্ষা করার প্রচেষ্টা প্রয়োজন নেই। এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে, পবিত্র রমযান মাসে কুরআন মাজীদের সাথে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন। এ মাসে শুধুমাত্র আল্লাহর নির্দেশ পালনের জন্য সারাদিন ক্ষুধার্থ এবং পিপাসার্ত থাকা, রাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়া এবং এর মাধ্যমে তাঁর কালাম শ্রবণ করার কারণে একটা বিশেষ পরিবেশ এবং একটি বিশেষ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। এ বিশেষ পরিবেশ ও পরিস্থিতির ফলে নিজের মধ্যে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হতে পারেন এমন প্রতিটি কাজ থেকে বিরত থাকার আগ্রহ গভীর ও শক্তিশালী করতে পারে।

এমনিতে তো এ প্রচেষ্টা জীবনের প্রতিটি কাজে অব্যাহত রাখতে হবে, কিন্তু অন্য একজন মানুষের সাথে সম্পর্ক, অর্থনৈতিক লেনদেন এবং সমষ্টিগত চারিত্রিক সম্পর্কের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হবে। যে খুব যত্ন সহকারে রোযা রাখে, নামায পড়ে, সাদকা দেয়, কুরআন পড়ে, অথচ কেয়ামাতের দিন মানুষের অসংখ্য দাবীর এক বিরাট বোঝা ঘাড়ে করে হাজির হয় সেই ব্যক্তি অত্যন্ত দুর্ভাগা। কাউকে মেরেছে, কাউকে গালমন্দ করেছে, কাউকে অসম্মান করেছে, কারোর মনে আঘাত দিয়েছে, অবৈধভাবে কারো সম্পদ আত্মসাৎ করেছে—নবী করীম স. বলেছেন, এমন ব্যক্তির সমস্ত নেকী দাবীদারদেরকে দিয়ে দেয়া হবে, তারপরও দাবী শেষ হবে না। এরপর দাবীদারদের গুনাসমূহ তার মাথায় তুলে দেয়া হবে। শেষ পর্যন্ত তাকে নিমিষে জাহান্নামে ফেলে দেয়া হবে।—মুসলিম ঃ আবু হুরায়রা রা.

আপনারা কুরআন মাজীদের সে অংশটুকু দেখুন যে অংশে রোযা ফরয করা হয়েছে, সাথে সাথে বুঝতে পারবেন যে, এটাই সেই মৌলিক উদ্দেশ্য, রোযার মাধ্যমে যা অর্জন করা উচিত। প্রথমে মানব জীবনের মর্যাদা ও কেসাসের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতপর রোযা ও রমযানের বর্ণনা করা হয়েছে। পরক্ষণেই উপদেশ দেয়া হয়েছে, একে অপরের সম্পদ অবৈধ ও অন্যায়ভাবে ভোগ করো না। এরপর এ সূত্রটি বলা হয়েছে যে, বিশ্বস্ততা এবং নেকীর কাজ বাধ্যতামূলক প্রকাশের বিষয় নয়, মূল চাহিদা হচ্ছে তাকওয়া এরপর আল্লাহর পথে সংগ্রাম করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, যারা বাড়াবাড়ি করে আল্লাহ তাআলা তাদের পছন্দ করেন না, তাই যুদ্ধের মধ্যেও বাড়াবাড়ি চলবে না।

www.amarboi.org

নির্দেশের এই গ্রথিত মালার মধ্যে রোযাকে যে স্থানে স্থাপন করা হয়েছে, তাতে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, রোযা রাখার পর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, আপনারা অপর কোনো মানুষের জীবন, সম্পদ, অধিকার এবং ইজ্জতের উপর হস্তক্ষেপ করবেন না। একথাটিকে নবী করীম স. এভাবে বর্ণনা করেছেন— "গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য রোযা ঢালের মতো কাজ করে" তাই একে সত্যিকার অর্থে ঢাল বানান। রোযাদার না কোনো খারাপ কথা বলবে আর না চিৎকার করবে, যদি কেউ তাকে খারাপ কথা বলে বা তার সাথে বিবাদ করতে আসে, তাহলে সে বলবে "আমিতো রোযাদার, তুমি দূরে যাও, এসব খারাপ কাজে লিপ্ত হওয়া আমার জন্য সমিচিন নয়।"

–বুখারী, মুসলিম ঃ আবু হুরায়রা রা.

এ বিষয়টি ভালোভাবে অনুধাবন করুন যে, রোযা শুধু পেটের রোযাই নয়, চোখের রোযা, কানের রোযা, মুখের রোযা, হাত-পায়ের রোযা। এ রোযার অর্থ হচ্ছে চোখ সেসব কিছু দেখবে না, কান সেসব কিছু শুনবে না, মুখ সেসব কিছু বলবে না, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সেসব কাজ করবে না—যেসব আল্লাহ তাআলা অপসন্দ করেন এবং যা কিছু করতে তিনি নিষেধ করেছেন।

নিজের খারাপ কাজগুলোর মধ্যে এক একটি করে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারলে অনেক কাজ হতে পারে। যেমন ধরুন, আগত রমযান মাসের ব্যাপারে আপনারা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিন যে, আপনারা এ মাসে চিৎকার করে কথা বলবেন না, ঝগড়া করবেন না এবং সম্মুখে বা পশ্চাতে কারোর ব্যাপারে কোনো কথা বলবেন না, আর যদি বলেন যেন ভালো কথা বলেন নির্দেশ অমান্য করা থেকে বাঁচার কাজ জিহ্বার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শুরু করতে হবে। এটা অবশ্যই কঠিন কাজ, তবে এটা মেনে চলতে পারার সম্ভাবনা বেশী। প্রতি রাতে এ দুটি পর্যালোচনা করুন, কোনো ত্রুটি ধরা পড়লে ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

৪. নেক কাজের অনুসন্ধান

চতুর্থ কাজ হচ্ছে বিশেষভাবে সবধরনের নেক কাজের অনুসন্ধান করা। প্রতিটি মুহূর্তে সব ধরনের নেক কাজ খুঁজে বেড়ানো এবং এর অনুসন্ধান করা তো মু'মিনের স্বভাবের অংশে পরিণত হওয়া উচিত। তাই রমযান মাসে এ ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি এবং অধিক সাধনা প্রয়োজন। কেননা এটা সেই মাস, যে মাসে যে কোনো নেক কাজের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অনুসন্ধান করুন না কেন, তার সওয়াব ফরয কাজের সমান হয়ে যাবে, বায়হাকী ঃ সালমান ফারসী। এর চেয়ে বড় লোভনীয় বিষয় আর কি হতে পারে।

www.amarboi.org

এ অনুসন্ধান নিয়মিত ইবাদাতসমূহের মধ্যেও করুন। যেমন তাকবীর-তাহরীমার আবশ্যকতা, নফল নামাযসমূহের যত্ন। এ অনুসন্ধান মানবিক সম্পর্কের চৌহদ্দির মধ্যেও হতে পারে। নিজের ভাইয়ের সাথে মুচকী হেসে সাক্ষাত করাও সাদকা, তাকে দুঃখ না দেয়াও সাদকা, তার পাত্রে পানি ঢেলে তেয়াও সাদকা।

যখন বান্দা ফরযসমূহ আদায় করার সাথে সাথে নফল ইবাদাতেরও যত্ন করে, স্বাভাবিক কারণেই ধরে নেয়া যায় যে, এটা নিজের শখ ও আগ্রহ নিয়েই করে। কেননা নফলের যত্ন না করলে তাকে পাকড়াও করা হবে না। যখন বান্দা নিজের শখ ও আগ্রহ সহকারে দৌড়ে দৌড়ে নিজের প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কাজ করে এবং এক্ষেত্রে যেন কোনো সুযোগ হাত থেকে ছুটে না যায় সেজন্য সাধনা করে, তাদের জন্য ঐ হাদীসে কুদসীটি সত্য প্রমাণিত হয়, যেখানে আল্লাহ তাআলা বলেছেন—"আমি যাকে ভালোবাসতে শুরু করি, আমি তার কান হয়ে যাই যা দিয়ে সে শুনে, তার চক্ষু হয়ে যাই যা দিয়ে সে দেখে, এবং তার পাঁ হয়ে যাই যা দিয়ে সে চলাফিরা করে।–বুখারী ঃ আবু হুরায়রা রা.। এই পরিপ্রেক্ষিতে আপনি পবিত্র রমযান মাসের জন্য বিশেষ তিনটি নেকীর কাজ নির্বাচিত করে নিন।

৫. কিয়ামে লাইল বা রাতে দাঁড়ানো

রাতে দাঁড়িয়ে থেকে কুরআন তেলাওয়াত শ্রবণ করা, আত্মসমালোচনা ও ক্ষমাপ্রার্থনা করা তাকওয়া অর্জনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং প্রভাবশালী চিকিৎসাপত্র। এটা মোত্তাকীদের গুণ ও বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ বলেছেন ঃ

كَانُوْا قَلِيْلاً مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ٥ وَبِا لْاَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ

"মোত্তাকী তাঁরা, যাঁরা রাতে কম ঘুমায় এবং শেষরাতে ক্ষমাপ্রার্থনা করে।–সূরা আয যারিয়াহ ঃ ১৭-১৮

রমযানুল মোবারকের তারাবীর নামায রাতে দাঁড়িয়ে থাকার একটা বিশেষ পদ্ধতি। আপনারা রাতের প্রথমাংশে বিশ রাকআতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কুরআন শ্রবণ করেন। এটা কিয়ামে লাইল বা রাতে দাঁড়িয়ে থাকা। কিয়ামে লাইলের দ্বিতীয় সময় হচ্ছে মধ্যরাতের পর বা রাতের শেষ তৃতীয়াংশ। এ সময়টা সেহরী খাবার সময়ের সাথে সংযুক্ত। আর এ সেহরীর সময়ই ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য কুরআন মাজীদে তাকিদ করা হয়েছে।

রমযান মাসে সামান্য প্রচেষ্টা থাকলে আপনারা রাতের এই শেষাংশে কেয়ামে লাইলের বরকত অর্জন করতে পারেন। এভাবে 'মুস্তাগফিরিনা

www.amarboi.org

বিল আসহার"-এর মধ্যে আপনাদের নাম তালিকাভুক্ত হতে পারে। এ পদ্ধতিটা বড়ই সহজ। সেহরী খাওয়ার জন্য তো আপনারা উঠবেনই। পনের-বিশ মিনিট পূর্বে উঠে অযু করে দু'রাকআত নামায পড়ে নিন।

এটা রাতের সেই অংশ, যার ব্যাপারে নবী করীম স. বলেছেন "আল্লাহ তাআলা বিশ্ববাসীর খুব নিকট আসেন এবং ডেকে বলেন, কে আছ এমন যে আমার কাছে যা চাইবে তাকে তাই দেবো, কে আছে এমন যে আমার কাছে নিজের গুনাহ মাফ চাইবে আর আমি তাকে মাফ করে দেবো।–বুখারী, মুসলিম ঃ আবু হুরায়রা রা.। অপর এক রেওয়ায়াতে তো প্রাণ উত্তাল করা এই শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে যে, "রাতের এ গভীর অংশে আল্লাহ তাআলা নিজের হাত সম্প্রসারিত করে বলেন, কে আছে এমন যে সেই সত্তাকে ঋণ দেবে যে সত্তা ফকীরও নয়, অত্যাচারীও নয়। ভোর হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা এভাবেই বলতে থাকেন।"–মুসলিম ঃ আবু হুরায়রা রা.।

যেখানে আল্লাহ তাআলা এভাবে নিজের রহমতের হাত প্রশস্ত করে রেখেছেন, আর আপনারা খাওয়া-দাওয়ার জন্য তো উঠছেনই, তাহলে আপনারা কয়েক মিনিট অতিরিক্ত ব্যয় করে নিজেদের গুনাহসমূহ মাফ করিয়ে নিবেন আর যাকিছু চাইবেন তাই পেয়ে যাবেন, এর চেয়ে অধিক সহজ সৌভাগ্যের পথ আর কি হতে পারে।

যদি দু রাকআত নামায পড়াও কষ্টকর হয় তাহলে কমপক্ষে নিজের প্রভুর দরবারে সেজদায় অবনত হয়ে নিজের কপাল মাটিতে রেখে তার সম্মুখে কাঁদাকাটি করুন, নিজের গুনাহ মাফের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন, কল্যাণ ও বরকত প্রার্থনা করুন এবং হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার তাওফিক কামনা করুন। পাঁচ দশ মিনিটের মধ্যে অন্তত এ কাজটি সহজে হতে পারে। কিন্তু যদি একবার আপনারা এমনিভাবে শেষরাতে ইবাদাতের স্বাদ পেয়ে যান, তাহলে আপনারা সময়ের পরিমাণও বৃদ্ধি করতে চাইবেন এবং রমযান মাসের পরও এ স্বাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন।

৬. যিকির ও দোয়া

ষষ্ঠ বিষয় হচ্ছে যিকির ও দোয়ার ব্যাপারে যত্ন নেয়া। যিকির ও দোয়ার যত্ন নেয়া সারা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে অতি প্রয়োজন। যিকির কি ? মুখের, অন্তরের অথবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমেই হউক আল্লাহর প্রিয় সকল কাজই যিকির। এ অর্থে রোযাও যিকির। ক্ষুধা-তৃষ্ণাও যিকির আর কুরআন তেলাওয়াত বিশেষ করে নামাযের মধ্যে তাতো শুধু যিকিরই নয়, উঁচু স্তরের যিকির। কিন্তু পবিত্র রমযান মাসে মুখের যিকির অর্থাৎ শব্দের

www.amarboi.org

যিকিরের প্রতিদিনকার কর্মসূচী এবং দোয়ার যত্ন নেয়া অত্যন্ত জরুরী ও ফলোদায়ক। এসব নফল কাজে কিন্তু সওয়াব পাওয়া যায় ফরযের। এর মাধ্যমে আলস্য দূরীভূত হয় এবং রমযানের কল্যাণ ও বরকত অর্জন করার জন্য মনযোগ এককেন্দ্রীক রাখা সহজ হয়।

পবিত্র রমযান মাসে "সুবহানাল্লাহ," "আলহামদুলিল্লাহ," "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ," "আল্লাহু আকবর," "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযিম," "লা হাওলা ওয়ালা কু-ওয়াতা ইল্লাহ বিল্লাহ," "আসতাগফিরুল্লাহ," "আতূবু ইলাইহি," ইত্যাদি শব্দসমূহের যিকির বেশী বেশী করুন, এতে করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের সাথে সাথে জিহ্বাও সিক্ত থাকবে।

দোয়াও এক ধরনের যিকির। সবকিছু আল্লাহর নিকট থেকেই পাওয়া যেতে পারে, সমস্ত ক্ষমতা এবং ভাণ্ডারের মালিক শুধুমাত্র তিনি, দোয়া হচ্ছে একথাগুলোরই স্বীকৃতি, দোয়া আমাদের আপাদমস্তক মুখাপেক্ষী ও ফকির হওয়ার স্বীকারোক্তি। ফকির ও মুখাপেক্ষীনতা শুধু আল্লাহর দিকেই হওয়া উচিত। এটাই গোলামীর মূল জীবনীশক্তি। কেননা মাহে রমযানুল মোবারকের প্রতিটি মুহূর্ত বিরাট কল্যাণ ও বরকতের বাহক। এ কারণেই নিজের প্রভুর সামনে বারে বারে হাত সম্প্রসারিত করা উচিত। রমযান সে সাধারণ সময় ছাড়াও দোয়া কুবলের বিশেষ সময় রয়েছে। এর ধ্য ইফতারের সময়ও রয়েছে। এ সময় আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়।

এ সূচী অনুযায়ী চেষ্টা করুন এবং রমযানের প্রথম দশ দিন অধিক হারে রহমতের অনুসন্ধান করুন। দ্বিতীয় দশদিনে ক্ষমা এবং তৃতীয় দশ দিনে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সাধনা করুন। নবী করীম স. এ মাসের তিনভাগের এই বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন।–বায়হাকী ঃ সালামন ফারসী। যিকিরের যে কোনো নির্দিষ্ট সূচী অনুসরণ করে তার প্রতি যত্নবান হউন। বিভিন্ন সময় ও অবস্থার দোয়াসমূহ এবং বিখ্যাত ও সংকিলত দোয়াগুলোর মধ্য থেকে প্রতি রমযানে কিছু কিছু দোয়া মুখস্থ করে নিন।

৭. শবে কদর এবং এতেকাফ

সপ্তম বিষয় হচ্ছে শবে কদর সম্পর্কে যত্নবান হওয়া। এটা সেই বরকতপূর্ণ রাত্রি, যে রাতে কুরআন মাজীদ নাযিল হয়েছে। এ রাত মর্যাদা ও মূল্যের দিক থেকে, এ রাতে সংঘটিত ঘটনার দিক থেকে, এ রাতে বণ্টনকৃত এবং সংগৃহীত এমন ভাণ্ডারের দিক থেকে হাজার মাস তথা হাজার বছরের

www.amarboi.org

চেয়েও উত্তম। যে ব্যক্তি এ রাতে কিয়াম করবে তাকে সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দেয়ার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। অন্যান্য রাতের মতো এ রাতেও সেই নির্দিষ্ট সময়টি আছে যখন দোয়া কবুল করে নেয়া হয়, এ রাতে ইহকাল ও পরকালের যে কোনো কল্যাণ প্রার্থনা করা হয়, তা প্রদান করা হয়।–মুসলিম ঃ জাবের রা.। যদি আপনারা এ রাতে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থাকেন, তাহলে এর চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর কিছুই হতে পারে না।–ইবনে মাজাহ ঃ আনাস ইবনে মালেক রা.।

এটা কোন্ রাত ? একথা সুস্পষ্টভাবে আমাদের বলা হয়নি। হাদীসসমূহে বলা হয়েছে শেষ দশ দিনের কোনো এক বেজোড় রাত। অর্থাৎ একুশ, তেইশ, পঁচিশ, সাতাইশ, অথবা ঊনত্রিশ তারিখ। কোনো কোনো হাদীসে বলা হয়েছে, শেষ দশদিনের কোনো এক রাতে অথবা রমযান মাসের কোনো এক রাত।

সাধারণভাবে ধরে নেয়া হয়, শবে কদর সাতাইশতম রাতে। তাই যদি শুধু এ রাতে কিয়াম ও ইবাদাতের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া যায় তাহলেই যথেষ্ট। একথা ঠিক যে, কোনো কোনো সাহাবী এবং উম্মতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ শবে কদর সাতাইশ তারিখ রাতে হওয়ার ব্যাপারে জোর দিয়েছেন। কিন্তু আমার মনে হয় এ রাতকে সুনির্দিষ্ট না করার পশ্চাতে কোনো গভীর তাৎপর্য রয়েছে। যদি একথা ধরে নেয়া যায় যে, এ রাতের সুনির্দিষ্ট তারিখ আমাদের জানা আছে এবং তা সাতাইশতম রাত্রি, তাহলে এর তাৎপর্য ক্ষুণ্ন হয়ে যায়, এ তারিখটি গোপন রাখার অর্থ হচ্ছে আপনাদেরকে এর অনুসন্ধান ও খোঁজ করার জন্য ব্যস্ত থাকতে হবে, পরিশ্রম করতে হবে, নিজেদের আগ্রহের আগুন প্রজ্জ্বলিত রাখতে হবে। শেষ দশদিনের প্রতিটি বেজোড় রাতে অনুসন্ধান করুন, আগ্রহ আরো বেশী হলে শেষ দশদিনের প্রতিটি রাতে অনুসন্ধান করুন, আরো অধিক সাহস করলে রমযান মাসের প্রতিটি রাতে শবে কদর অনুসন্ধান করুন, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাঁর রহমত ও পুরস্কার পাওয়ার জন্য বান্দাহ সর্বক্ষণ ব্যতিব্যস্ত এবং অনুসন্দিগ্ধ থাকবে, বিরামহীন প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে। কাজের চেয়ে আগ্রহ অধিক এবং বিরামহীন প্রচেষ্টা আল্লাহর নিকট খুবই প্রিয়। ধরুন, যদি এ রাতের সুনির্দিষ্ট তারিখ জানা হয়ে যায়, তাহলে অনুসন্ধানের আগ্রহ, ব্যস্ততা এবং সাধনার যে অবস্থাটা কাম্য ছিল তাও হাতছাড়া হয়ে যায়।

অন্য যে কোনো রাতে কিয়াম করার মাধ্যমে যে কল্যাণ ও বরকত অর্জিত হবে, এ রাতের কিয়ামে তাতো অর্জিত হবেই, এ রাতের কারণে

www.amarboi.org

কয়েকগুণ বর্ধিত করা হবে। পক্ষান্তরে অধিক কল্যাণ ও বরকতের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়া হবে। পুরো পবিত্র রমযান মাসটা আমাদের উম্মতের জন্য আল্লাহ তাআলার সেই বিশেষ রহমতের প্রকাশ যে, তিনি আমাদের জন্য কম সময়ে সংক্ষিপ্ত কাজের জন্য সেই সওয়াব আর প্রতিদান রেখেছেন যা কিনা অপরাপর উম্মতদের জন্য দীর্ঘসময় এবং অনেক বেশী কাজ করার বিনিময়ে দেয়া হতো। নবী করীম স.-এর কথা অনুযায়ী এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে যে, উম্মতে মুসলিমা আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত পরিশ্রম করলে ইহুদীদের ফজর থেকে জোহর পর্যন্ত পরিশ্রম ও ঈসায়ীদের জোহর থেকে মাগরিব পর্যন্তকার পরিশ্রমের প্রতিদানের চেয়েও অধিক প্রতিদান দেয়া হবে।–বুখারী ঃ ইবনে ওমর রা.। শবে কদর আমাদের প্রভুর এই বিশেষ রহমতের সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত।

সুতরাং আপনারা কোমর বেঁধে চেষ্টা করুন, তৈরী হয়ে যান। কমপক্ষে শেষ দশদিনের প্রতিটি বেজোড় রাতে আল্লাহর সামনে কিয়াম, নামায, তেলাওয়াত, যিকির, দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনার মধ্যে কাটিয়ে দিন, পুরো রাত সম্ভব না হলে মধ্য রাতের পর সেহরী পর্যন্ত দুতিন ঘন্টা অতিবাহিত করুন, হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে যান, সেজদায় কপাল মাটিতে লুটিয়ে দিন, কান্না-কাটি করুন, অনুনয়-বিনয় প্রকাশ করুন, নিজের গুনাহর জন্য প্রার্থনা ও তাওবা করুন।

দোয়া কবুলের বিশেষ মুহূর্ত তো প্রতি রাতেই আসে। কিন্তু কদরের রাতে সেই বিশেষ মুহূর্তটির রং সম্পূর্ণ ভিন্ন থাকে। তার মর্যাদা-প্রভাব সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে সে মুহূর্ত না জানি কোন্‌টি ? এ কারণেই নবী করীম স. হযরত আয়েশা রা.-কে একটি সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থবোধক ও তাৎপর্যপূর্ণ দোয়া শিখিয়েছেন। তিনি স. নিজেও এ রাতে অধিকহারে এ দোয়া করতেন, দোয়াটি হচ্ছে ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউন তুহীব্বুন আফওয়া ফা'ফু আন্নী।"–আহমদ, তিরমিযি, আয়েশা রা.। অর্থাৎ হে আমার আল্লাহ! তুমি মহান ক্ষমাশীল, ক্ষমা প্রার্থনা তোমার নিকট খুবই প্রিয়, অতএব, আমাকে ক্ষমা করে দাও।

যদি সাহস ও মনের দৃঢ়তা থাকে তাহলে আপনারা শেষ দশদিন অবশ্যই এতেকাফ করুন, রূহ ও অন্তর, মন-মানসিকতা এবং চিন্তা ও কর্মকে আল্লাহর রঙ্গে রঙ্গিন করতে এবং তাঁর প্রভুত্বের ছাঁচে ঢেলে সাজানোর ক্ষেত্রে পরশমণির ভূমিকা পালন করে এই এতেকাফ। এর মাধ্যমে শবে কদরকে অনুসন্ধানের প্রচেষ্টাও সাধিত হয়। প্রতিটি ব্যক্তির পক্ষে এতেকাফ করা তো সম্ভব নয়, কিন্তু এ কাজকে ফরযে কেফায়া করার ফলে এর গুরুত্ব সুস্পষ্ট হয়েছে। নবী

www.amarboi.org

করীম স. নিয়মিত এতেকাফ করতেন এবং এর জন্য সকলকে তাকিদ দিতেন। হযরত আয়েশা রা. বর্ণনা করেন, রমযানের শেষ দশদিন নিকটবর্তী হলেই নবী করীম স. কোমর কষতে আরম্ভ করতেন, রাত্রি জাগরণ করতেন, ঘরের লোকদেরকে জাগাতেন এবং এতো বেশী পরিশ্রম করতেন যা প্রথম ও দ্বিতীয় দশ দিন করতেন না।–বুখারী, মুসলিম

এতেকাফের প্রকৃত রূহ হচ্ছে এই যে, আপনারা কিছু সময়ের জন্য পার্থিব সকল কাজ, ব্যস্ততা এবং আকর্ষণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদেরকে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য ওয়াক্‌ফ করে দিবেন। স্ত্রী-পুত্র, পরিজন এবং ঘর-বাড়ী ছেড়ে তাঁর ঘরে নিমগ্ন হয়ে যাবেন, পুরো সময়টা তাঁর স্মরণে ব্যয় করবেন। আর এতেকাফের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, ব্যক্তির পুরো জীবনটাই যেন এই ছাঁচে গড়ে ওঠে যাতে আল্লাহ ও তাঁর বন্দেগিটাই মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারে। আমি একথা বলছি না যে, আপনারা সকলেই দশদিনের জন্য এতেকাফে চলে যান, কিন্তু এমন একটি কাজ আপনারা অতি সহজে করতে পারেন যার মাধ্যমে নিজেদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আপনারা এতেকাফের রূহ বেশী বেশী অর্জন করতে পারেন। আর সে কাজটি হচ্ছে আপনারা যখনই মসজিদে যাবেন, এতেকাফের নিয়ত করে নিন। অর্থাৎ যে সময়টুকু আপনি মসজিদে অতিবাহিত করবেন, তা পুরোপুরি আল্লাহর জন্য ওয়াক্‌ফ করে দিন।

৮. আল্লাহর পথে ব্যয়

অষ্টম বিষয় হচ্ছে আল্লাহর পথে মন খুলে খরচ করা, নামাযের পরে সবচেয়ে বড় ইবাদাত হচ্ছে আল্লাহর পথে খরচ করা। আল্লাহ তাআলা যা কিছু দান করেছেন সেখান থেকে খরচ করা, এমনকি সময় এবং দেহমনের শক্তিটুকুও। কিন্তু সম্পদ খরচ করা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা সম্পদই হচ্ছে দুনিয়া প্রীতি ও দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ করার মতো সকল দুর্বলতার উৎস।

নবী করীম স. সকল মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত হৃদয় ও দানশীল ছিলেন। এরপর যখন পবিত্র রমযান মাস আসতো, আর তাঁর স. সাথে জিবরাঈল আ.-এর সাক্ষাৎ হতো, তাঁর দান খয়রাতের সীমা-পরিসীমা থাকতো না। তিনি নিজের ভুবনে বর্ষণবাহী ঝড়ো হাওয়ার মতো হয়ে যেতেন। বন্দীদের মুক্ত করে দিতেন এবং প্রতিটি সাহায্য প্রার্থনাকারীকে দান করতেন।–বুখারী, মুসলিম ঃ ইবনে আব্বাস রা.।

www.amarboi.org

আল্লাহর পথে ব্যয়কৃত এক একটি দানা আর এক একটি পয়সার জন্য কমপক্ষে সাতশত গুণ বিনিময় প্রদান করার ওয়াদা আল্লাহ তাআলা করেছেন। এছাড়া এটাও ঘোষণা করেছেন যে, তিনি যাকে ইচ্ছা এর চেয়েও অনেক বেশী দান করবেন। এই ওয়াদা সেই মহাগ্রন্থ আল কুরআনে করা হয়েছে যার সত্যতার ব্যাপারে ধুলিকণা পরিমাণ সন্দেহ করার অবকাশ নেই। পুঁজি বৃদ্ধির জন্য এই সীমাহীন লাভের ওয়াদা সম্বলিত প্রসপেক্টাস কোথায় পাওয়া যাবে ? আর এই পুঁজি বৃদ্ধির জন্য পবিত্র রমযান মাসের চেয়ে উত্তম সময় আর কোন্‌টি হতে পারে, যে মাসে ফরযের নেকী স্বাভাবিকভাবেই সত্তুর গুণ বৃদ্ধি পায় আর নফলের নেকী ফরযের সমান পাওয়া যায়।

আল্লাহর পথে ব্যয় করা মুত্তাকীদের অবশ্য করণীয় বৈশিষ্ট্য। তাকওয়া হচ্ছে মৌলিক শর্ত। আর তাকওয়া অর্জনের জন্য আল্লাহর পথে ব্যয় করা আবশ্যকীয় কর্তব্য। "রমযান মাসে আল্লাহর পথে ব্যয় করা" রোযার সাথে সংযুক্ত হয়ে তাকওয়া অর্জনের জন্য আপনাদের সাধনাকে কয়েকগুণে বেশী কার্যকর এবং ফলপ্রসূ করে দেবে।

তাই রমযানে আপনারা নিজেদের মুষ্টি খুলে দিন, আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের জন্য, আত্মীয়-স্বজনদের জন্য, এতিম ও মিসকিনদের জন্য যত সম্ভব আল্লাহর পথে ব্যয় করুন। ক্ষুৎ-পিপাসা সহ্য করার সাথে সাথে পকেটের কিছুটা চাপও অনুভব করুন। কিন্তু যা কিছু দিবেন শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য দিন। "লা নুরিদু মিনকুম যাজাআন ওয়ালা শাকুরা।" অর্থাৎ কারো কাছ থেকে বিনিময় বা কৃতজ্ঞতা পাওয়ার আশা মনে আনবেন না।

এমন কাজ করে কি লাভ যে, আপনি সম্পদ ব্যয় করবেন, পুঁজি সংগ্রহ করবেন আর নিজের হাতেই লাভ এবং পুঁজি সবই নষ্ট করে দিবেন। যাকাতও পুরো হিসেব করে এ মাসেই শোধ করুন। এভাবে নিয়মতান্ত্রিকতাও হয়ে যাবে এবং সওয়াবও সত্তুর গুণ পাওয়া যাবে।

৯. সহযোগিতা ও সহমর্মিতা

নবম বিষয় হচ্ছে মানুষের প্রতি সহযোগিতা ও সহমর্মিমতা ঃ রমযান মাসকে নবী করীম স. সহমর্মিতার মাস বলেছেন। এটা নিজের মতো অন্যান্য মানুষ, নিজের ভাই ও বোনের সাথে সহমর্মিতা এবং তাদের দুঃখে দুঃখিত হবার মাস বিশেষ করে এটা আয়-উপার্জন এবং রিযিকের গণ্ডির মধ্যে একে অপরের অভাব, বঞ্চনা, অস্থিরতা, আর দুঃখের অংশীদার হওয়ার এবং সাহায্য ও খেদমত করার মাস। যেমনিভাবে আপনার ক্ষুৎ-পিপাসা আপনার মধ্যে তাকওয়া, আত্মনিয়ন্ত্রণ, আল্লাহর নির্দেশের

www.amarboi.org

আনুগত্য এবং ধৈর্যের গুণ সৃষ্টি করার মাধ্যমে হতে পারে। ঠিক তেমনিভাবে এটা অপর মানুষের ক্ষুৎ-পিপাসা এবং দুঃখ-বেদনায় সৃষ্ট অস্থিরতার স্বাদ কিঞ্চিৎ হলেও আপনাকে অনুভব করার সুযোগ করে দেয়। সরাসরি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতির ফলে আপনার মধ্যে সহানভূতি এবং সহযোগিতার শক্তিশালী ও প্রাণবন্ত প্রেরণা সৃষ্টি হতে পারে।

নেকী, কল্যাণ ও তাকওয়ার গণ্ডি অত্যন্ত প্রশস্ত। এর শাখা-প্রশাখা অগণিত। খাবার খাওয়ানো, রোগীর চিকিৎসা ও সেবা, এতিম ও অসহায়দের খোঁজ-খবর নেয়া, মুখাপেক্ষী ও প্রার্থনাকারীদের দান করা, নিকটাত্মীয়দের প্রতি সদয় হওয়া ইত্যাদি এসব কিছুই সেই বিরাট গণ্ডিরই কয়েকটি অংশ। সকলেই এ সেবার হকদার। আপনার পরিবার পরিজন, নিকটাত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া প্রতিবেশী, দীনি ভাই এবং সাধারণ মুসলমান, সব মানুষ এর হকদার। সহযোগিতার এ মহৎ প্রচেষ্টার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং তা মানুষের মনে স্থায়ী করার জন্য নবী করীম স. অত্যন্ত যত্নসহকারে রোযাদারকে ইফতার করানোর জন্য উৎসাহিত করেছেন। তিনি স. বলেছেন, "যে ব্যক্তি এ মাসে কোনো রোযাদারকে ইফতার করাবে, তার গুনাহ মোচন এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি অবধারিত। রোযাদার যে পরিমাণ সওয়াব পাবে সেও সেই পরিমাণ সওয়াব পাবে। এ কারণে রোযাদারের সওয়াবে কোনো ঘাটতি হবে না। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে সকলের নিকট তো একজন রোযাদারকে ইফতার করানোর সম পরিমাণ খাদ্য নেই ? তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহ তাআলা তাকেও সেই পরিমাণ সওয়াব দান করবেন যে এক ঢোক দুধ, একটি খেজুর বা এক ঢোক পানি দিয়ে রোযাদারকে ইফতার করাবে। তিনি স. এরপর বললেন, যে রোযাদারকে পেট পুরে খাবার খাওয়াবে আল্লাহ তাআলা তাকে আমার হাউজ থেকে এমনভাবে সিক্ত করবেন, জান্নাতে যাওয়ার পূর্বে কখনো তার আর তৃষ্ণা পাবে না।" –বায়হাকী ঃ সালমান ফারসী রা.। এ কারণে এ মাসে অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে আপনি আপনার ভাই-বোনদের খেদমত করার চেষ্টা করুন, ক্ষুধার্তকে খাবার দিন, মুখাপেক্ষীদের প্রয়োজন পূরণ করুন, নিজের সম্পদ থেকে প্রার্থনাকারী ও বঞ্চিতদেরকে তাদের হক দিয়ে দিন। একথা ভালোভাবে মনে রাখুন যে, গুনাহসমূহের ক্ষমা, জাহান্নাম থেকে মুক্তি, হাউজে কাউসার থেকে সিক্ত হওয়া এবং জান্নাতে প্রবেশ করার মতো সীমাহীন মহৎ পুরস্কারসমূহ আল্লাহর সৃষ্টি জীবের খেদমতের মাধ্যমে পাওয়া যায় এবং এদেরকে দুঃখ দেয়ার মাধ্যমে নামায, রোযা, সাদকার বড় বড় স্তুপ নিমিষে মিলিয়ে যায়। খেদমত ছোট-বড়র মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

www.amarboi.org

আপনার ক্ষমতার মধ্যে যা আছে তা দান করে দিন। যা আপনি করতে পারেন তা করে দিন। কোনো ক্ষুদ্র বিষয়কে ক্ষুদ্র এবং হীন মনে করবেন না।

এক বেলার খাবারই হোক অথবা এক গ্লাস পানি হোক, একটি টাকা হোক বা একটি ভালো কথা হোক, অথবা একটি সুপারিশ হোক, এমনকি একটি তৃষ্ণার্ত কুকুরের তৃষ্ণা নিবারণই করা হোক, এসব কাজ আপনাকে জান্নাতে পৌঁছে দিতে পারবে।

১০. কুরআনের দিকে আহ্বান

দশম বিষয় হচ্ছে কুরআন ও কল্যাণের দিকে আহ্বান করা ঃ আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন যে, একজন মানুষকে আল্লাহর অসন্তুষ্টি জাহান্নামের পথ ও কাজ থেকে উদ্ধার করে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়ার মতো পথ ও কাজে লাগিয়ে দেয়ার মানুষের জন্য বড় ধরনের খেদমত এবং এর চেয়ে বড় সহমর্মিতা আর কি হতে পারে ? পার্থিব ক্ষুৎ-পিপাসা পার্থিব জীবনের সাথে শেষ হয়ে যাবে। একই সাথে এখানকার সকল দুঃখ-বেদনাও শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আখেরাতের ক্ষুৎ-পিপাসা কখনো শেষ হবে না। সেখানকার দুঃখ-বেদনা থেকেও কখনো মুক্তি পাওয়া যাবে না। সেখানকার কাঁটার দংশন, রক্ত, পূঁজ আর ফুটন্ত পানির ঢোক স্থায়ী হয়ে থাকবে।" এজন্য যে, খেদমতের মাধ্যমে সেখানকার ক্ষুৎ-পিপাসা নিবারণের ব্যবস্থা করা যায়, সেখানকার দুঃখ-বেদনা থেকে করা যায়, সেই খেদমতই তার জন্য সবচেয়ে বড় খেদমত। রোযাদারকে ইফতার করালে তার সমপরিমাণ সওয়াব আপনি পাবেন, ঠিক এমনিভাবে কাউকে নেকী ও কল্যাণের পথে লাগিয়ে দিলে তার নেকী ও কল্যাণের সমপরিমাণ সম্পূর্ণ সওয়াব আপনিও পাবেন। আপনি চিন্তা করে দেখুন, এটা সওয়াব পাওয়ার বিরামহীন এক বিশেষ পদ্ধতি।

কুরআনের কারণেই রমযান মাস সম্মান ও মর্যাদা পেয়েছে। মানুষের নিকট কুরআনের বাণী পৌঁছানোর জন্য কুরআন নাযিলের এ মাসের চেয়ে মোক্ষম সময় আর কি হতে পারে ? তাদেরকে কুরআনের শিক্ষাসমূহ অবগত করান, তাদেরকে কুরআনের মিশনের দিকে আহ্বান করুন, তাদেরকে কুরআনের আমানতের দাবী পূরণ করার জন্য তৈরী করুন।

পবিত্র রমযান মাসে আপনার নিজস্ব কিছু কর্মসূচী থাকতে পারে। নিজের আত্মশুদ্ধি, কুরআন তেলাওয়াত, নফল নামায এবং নিজের জন্য অধিকতর নেকী সংগ্রহের দিকে আপনার মনোযোগ থাকবে। তবে যেন এই মনোযোগের কারণে সবচেয়ে বড় নেকী, নেকী সংগ্রহের সর্ববৃহৎ পথ যা কখনো শেষ

www.amarboi.org

হবার নয়, তা আপনার দৃষ্টির বাইরে যেন চলে না যায়। আল্লাহর দিকে আহ্বান আর কুরআনের দিকে আহ্বানের কাজে সবচেয়ে বেশী নেকী। আর এটা শুধু নেকীর পুঁজি গঠনের সর্বাধিক লাভজনক পথই নয়, নিজের আত্মশুদ্ধি ও প্রশিক্ষণের সর্বাধিক প্রভাব বিস্তারকারী পদ্ধতিও বটে।

পবিত্র রমযান মাসে সাধারণত মুসলমানদের মন আল্লাহর দিকে নেকী ও কল্যাণের দিকে ঝুঁকে থাকে। এ কারণে তারা আগ্রহ নিয়ে আপনার কথা মনোযোগ সহকারে শুনবে বলে আশা করা যায়। আপনার কথাগুলো তাদের অন্তরে লেগে যাবে। তারা গ্রহণ করবে, আর সেই উদ্দেশ্য সাধনে নিজেদের জীবন নিয়োগ করতে উৎসাহিত হবে, যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা নিজের রাসূল পাঠিয়েছেন এবং কুরআন মাজীদ নাযিল করেছেন।

এ কাজের দু'টি পদ্ধতি হতে পারে। একটি হচ্ছে যে, আপনি রমযান উপলক্ষে নিজের জন্য নির্ধারিত কর্মসূচীর সাথে দাওয়াতের কাজকেও শামিল করে নিবেন। কাউকে ইফতারের জন্য দাওয়াত দিলে দাওয়াতের কথা বলার জন্য কিছু সময় বের করেন নিন। যাদের সাথে একসাথে কাজ করেন, তাদের সাক্ষাত পেলে বা তাদের সাথে কথা বলার সুযোগ হলে এই উদ্দেশ্য সামনে রাখুন, কথা শুরু করবেন রমযান মাস সম্পর্কে আর সে কথা কুরআনের দাবী বাস্তবায়নে কিছু কাজ করার প্রয়োজনীয়তা পর্যন্ত পৌঁছে দিন।

দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হচ্ছে বিশেষ ব্যক্তি বা একাধিক ব্যক্তিকে নিজের টার্গেট বানিয়ে নিন, এ মাসে তাদের সাথে নিয়মিত এবং বিশেষ সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে কুরআনের নির্দেশিত কাজ করার দিকে তাদেরকে অগ্রসর করুন।

❐

www.amarboi.org

তৃতীয় অধ্যায়

শেষ আকাঙ্ক্ষা

এ দশটি বিষয় আমি আপনাদের নিকট পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করেছি। কিন্তু আপনারা যদি গভীর মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন, এসব কিছুই একটি মাত্র উদ্দেশ্যের আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ এবং পরস্পরের সাথে সম্পৃক্ত। আর এই আত্মীয়তা হচ্ছে যে, আমরা রমযান মাস থেকে সেই তাকওয়া, শক্তি এবং যোগ্যতা অর্জন করতে চাই, যার মাধ্যমে আমরা কুরআনের আমানতের হক আদায় করার অধিকারী হতে পারি। এ উদ্দেশ্য একটি কারণেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, আমাদের ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবনের সাফল্য শুধুমাত্র কুরআনের উপরেই নির্ভরশীল। এছাড়া আমাদের ভাগ্যে পার্থিব সম্মান ও মর্যাদা শুধুমাত্র কুরআনের কারণেই বৃদ্ধি হতে পারে। আমাদের পারলৌকিক মুক্তি ও কল্যাণ নির্ভর করবে কুরআনের সাথে আমাদের আচরণের উপর। কুরআন নির্দেশিত পথে আমরা কতদূর চলছি আর কুরআনের বাহকের আনুগত্য আমরা কতটুকু করছি তা বিবেচনা করা হবে।

পবিত্র রমযান মাস প্রতিবছর আসে, একের পর এক রমযান আসে। আর শতাব্দী থেকে আসছে। একের পর এক কুরআন খতম করা হয়। অগণিতবার কুরআন খতম হয়। প্রতি রমযানে কুরআন তেলাওয়াত করা হয়, রোযা রাখা হয়, নামায পড়া হয়, যিকির ও দোয়া করে রাত কাটিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু আমরা রমযানের পূর্বে যেখানে ছিলাম, সেই তিমিরেই পড়ে থাকি। রমযান বিহীন যতটুকু ছিলাম তাকওয়া থেকে আমরা ততটুকুই বঞ্চিত থাকি, না আমাদের ব্যক্তিগত অবস্থার কোনো পরিবর্তন আসে আর না আমাদের সামষ্টিক চরিত্রে সংশোধন আসে। না আমাদের জাতীয় জীবনে কোনো পরিবর্তন দেখা যায় আর না আমাদের উপর থেকে অপমান, অসম্মান, গোলামী ও পরাধীনতার মেঘ কেটে যায়।

এমনটি কেন হয় ? প্রথম কারণ হচ্ছে পরামর্শ ভিত্তিক প্রচেষ্টা ছাড়া আমরা রমযানের সেই সীমাহীন কল্যাণ অর্জন করতে পারবো না যার কোষাগার লুটিয়ে দেয়ার জন্য প্রতি বছর রমযান আমাদের উপর তার ছায়া বিস্তার করে। এ সতর্ক প্রচেষ্টা আর যত্নের অভাবে আমরা বঞ্চিত, অথচ এ ব্যাপারে আমরা অসচেতন।

এটাই যদি আমাদের অবস্থা হয় তাহলে তো আমরা তাদের অবস্থার বেশী নিকটবর্তী যাদের ব্যাপারে নবী করীম স. এভাবে বর্ণনা করেছেন

www.amarboi.org

"যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা এবং সে অনুযায়ী কাজ করা পরিত্যাগ না করে, সে ব্যক্তির পানাহার পরিত্যাগ করা আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই।"–বুখারী ঃ আবু দাউদ র.। আল্লাহকে নিজেদের রব বলা, মুহাম্মাদ স.-কে তাঁর রাসূল মানা, কুরআনকে আল্লাহর কিতাব হিসেবে স্বীকার করার পর এটা না জানার ভান করা, অর্থাৎ এসব আমাদের নিকট কি দাবী করে এবং সে দাবী অনুযায়ী স্বীকার করা, এরপর এটা না জানার ভান করা যে এসব আমাদের নিকট কি চায় এবং সে সবের উপর আমল না করার অর্থ এসব কিছু মিথ্যা, আর মিথ্যার উপর আমল না করাই তো উচিত! রাসূল স.-এর নিকট মোনাফিকরা এসে বলতো, 'আপনি আল্লাহর রাসূল' আল্লাহ তাআলা বলেছেন এরা কথা তো সত্যি বলার চেষ্টা করে তথাপী এরা মিথ্যুক। মুখে সত্য কথা বললেও মানুষ মিথ্যুক হতে পারে যদি সে সেই সত্যিকথার দাবী পূরণ না করে এবং সে অনুযায়ী কাজ না করে।

দ্বিতীয়তঃ আমাদের ইবাদাত, আমাদের নামায, আমাদের রোযা, আমাদের আমল, আমাদের কর্মতৎপরতার সম্পর্ক সেই উদ্দেশ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে যা কুরআন নিয়ে এসেছিল এবং যে কারণে রমযানের রোযা ফরয করা হয়েছিল সবকিছু এজন্যই ছিল আমরা যেন কুরআনকে তাঁর বান্দাদের নিকট পৌঁছে দেই এবং সেই ছাঁচে নিজেকে নিজের সমাজকে ঢেলে সাজাই, কুরআন বাস্তবায়িত করি এবং সেই পথে ধৈর্য ও দৃঢ়তার মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালাই এবং ত্যাগ করতে থাকি।

পবিত্র রমযান মাস আবার এ আহ্বান নিয়ে আমাদের মাঝে ফিরে আসছে যে, "এসো ! এবং জেনে নাও আল্লাহ তাআলা কুরআন মজীদে তোমাদের জন্য কি বলেছেন, এসো আল্লাহর নিষেধ করা সকল কাজ থেকে বিরত থাকো, তোমাদের নিকট তা যত প্রিয় ও আকর্ষণীয় বস্তুই হোক না কেনো। যদি তা না করো, এরচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য তোমাদের জন্য আর কি হতে পারে যে, তোমাদের নিকট রমযান মাস। এলো, তোমরা রোযাও রাখলে, ক্ষুৎ-পিপাসাও সহ্য করলে, রাতের ঘুম ত্যাগ করে তারাবীও আদায় করলে, এতোসব কিছুর পরও ক্ষুৎ-পিপাসা আর অস্থিরতা ছাড়া আর কিছুই তোমরা পেলে না, বরং এমনটি না হয় যে তোমাদের উপর সেই দৃষ্টান্ত সত্যে পরিণত হয়, আল্লাহ তাআলা তাওরাতের বাহকদের ব্যাপারে যা বলেছিলেন

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ

اَسْفَارًا ط- الجمعة : ٥

www.amarboi.org

"যাদের উপর তাওরাতের আমানতের বোঝা অর্পিত হলো, আর তারা সেই আমানতের দাবী পূরণ করলো না, তাদের দৃষ্টান্ত সেই গাধার মতো যে নিজের পিঠে শুধু কিতাবের বোঝা বহন করে চলেছে।"

–সূরা জুমআ ঃ ৫

অথবা এমনটি না হয় যে, আল্লাহর রাসূল স. রমযান আর কুরআনের ব্যাপারে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে দাঁড়িয়ে যাবেন।

وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا ○

"রাসূল বলবেন, হে আমার প্রভু ! আমার জাতি কুরআনকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলে দিয়েছে।"–সূরা ফুরকান ঃ ৩০

www.amarboi.org

চতুর্থ অধ্যায়

রোযার আদব ও হাকীকত

–ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ গাজালী রহ.

প্রকৃত রোযার জন্য যে অংগ-প্রতংগসমূহ গুনাহ হতে বিরত রাখতে পারে সেসব নিম্নোক্ত ছয়টি বিষয়ে গুরুত্ব সহকারে খেয়াল রাখতে হবে।

১. চোখের রোযা ঃ

চোখের দৃষ্টি অবনত রাখা। মন্দ বিষয় বা কুদৃশ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত না করা এবং আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন করে, এমন বিষয়বস্তু দেখা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখা। হুযুরে পাক স. এরশাদ করেছেন, খারাপ বিষয়ের দিকে নজর করা শয়তানের বিষাক্ত একটি তীর সদৃশ। যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে এ কাজ পরিত্যাগ করে, আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ ঈমানের বদৌলতে সে অন্তরে এক অবর্ণনীয় স্বাদ অনুভব করে।

হযরত জাবের রা. বলেন, হুযুরে পাক স. এরশাদ করেছেন ঃ পাঁচটি ব্যাপার রোযাদারের রোযা বরবাদ করে দেয় যথা ঃ (১) মিথ্যে বলা (২) চোগলখুরি বা কূটনামি করা (৩) পেছনে নিন্দে করা (৪) মিথ্যে কসম করা এবং (৫) কামভাব নিয়ে (অবস্থানে) দৃষ্টিপাত করা।

২. রসনার রোযা ঃ

বাজে কথা, মিথ্যে বা অসত্য কথা, পরনিন্দে, চোগলখুরি, গীবত, অশ্রাব্য অশ্লীল কথা, যুলম, কলহ-বিবাদমূলক এবং রুক্ষ ও কর্কশ কথা বলা থেকে রসনা সংযত রাখা এবং চুপ করে থাকা বা কুরআন তেলাওয়াত ও তাসবীহ-তাহলীলে রত থাকা, যিকির করা প্রভৃতির নাম রসনার রোযা। হযরত সুফিয়ান ছাওরী রহ. বলেন যে, পরদোষ চর্চা রোযা বিনষ্ট করে। মুজাহিদ রহ. বলেন যে, দুটো কাজ রোযা বরবাদ করে, একটি পরদোষ চর্চা, অন্যটি অসত্য কথা বলা। হুযুর পাক স. বলেছেন, রোযা ঢাল সদৃশ। তোমরা রোযা রাখলে কেউ যেনো অনর্থক এবং অশ্লীল কথা না বলো। কেউ তোমাদের সাথে ঝগড়া করতে এলে বা তোমাদেরকে গালি দিলে বলবে, আমরা রোযা রেখেছি। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হুযুরে পাক স.-এর যামানায় দু'জন মহিলা রোযা রেখে রোযার শেষদিকে তাদের ক্ষুধা ও পিপাসা প্রচণ্ড আকার ধারণ করলো যে, তাদের প্রাণ বিয়োগের অবস্থা হয়ে দাঁড়ালো। এ

www.amarboi.org

অবস্থায় তাদের রোযা ভঙ্গের অনুমতির জন্য হুযুর স.-এর দরবারে একজ ন লোক পাঠানো হলো। হুযুরে পাক স. লোকটির কাছে একটি পেয়ালা দিয়ে বলে পাঠালেন, তোমরা যা খেয়ে রোযা রেখেছিলে তা' এই পেয়ালায় বমি করে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে। অতপর একজন মহিলা টাটকা রক্ত এবং তাজা মাংস বমি করল। অন্যজনও সে একই বস্তু বমি করলো। পেয়ালাটি রক্ত ও মাংসে পরিপূর্ণ হয়ে গেলো। লোকগণ তা দেখে বিস্ময়াপন্ন হলো। হুযুরে পাক স. দেখে বললেন, এরা দু'জনেই হালাল মাল খেয়ে রোযা রেখেছে কিন্তু হারামকৃত বিষয় দ্বারা রোযা নষ্ট করেছে। এই দু' মহিলা একে অপরের কাছে বসে গীবত ও পরনিন্দে চর্চা করেছে। এদের সেই পরনিন্দেই পেয়ালায় গোশত ও রক্তের রূপ ধারণ করেছে।

৩. কানের রোযা ঃ

কু-কথা ও অশ্রাব্য বিষয় থেকে কানকে বিরত রাখা। কেননা যে বিষয়গুলো বলা নিষিদ্ধ, তা শ্রবণ করাও নিষিদ্ধ। এজন্যই আল্লাহ মিথ্যে শ্রবণকারী ও হারামখোরদের কথা একসাথে উল্লেখ করেছেন। যথা ঃ এরশাদ হয়েছে

سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ ط

"তারা মিথ্যে শ্রবণকারী ও হারাম ভক্ষণকারী।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ৪২

আরো এরশাদ হয়েছে ঃ

لَوْلَا يَنْهٰهُمُ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ ط

"তাদের সাধু দরবেশ পুরোহিতগণ তাদেরকে পাপের কথা বলতে এবং হারাম খেতে বিরত রাখে না কেন ?"–সূরা আল মায়েদা ঃ ৬৩

অতএব পরনিন্দে শুনে চুপ থাকা নিষিদ্ধ বলা যাচ্ছে। এরশাদ হয়েছে যে,

اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ ط

অর্থাৎ তোমরা তাদেরই অনুরূপ।–সূরা নিসা ঃ ১৪০

হুযুরে পাক স. এরশাদ করেছেন, গীবতকারী ও গীবত শ্রবণকারী উভয়েই গুনাহয় অংশীদার।

৪. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রোযা ঃ

হাত-পা এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে মন্দ বিষয়বস্তু থেকে বিরত রাখা ও উদরকে সন্দেহযুক্ত খাদ্য থেকে পবিত্র রাখা। কেননা দিনভর হালাল থেকে বিরত থাকার পর হারাম দ্বারা ইফতার করার দ্বারা তার রোযা কিছুই হলো

www.amarboi.org

না। এটা ঠিক সেই ব্যক্তির কাজের মতো হলো, যে একটি ভবন তৈরী করলো কিন্তু একটি নগরীকে বিধ্বস্ত করে দিল। বুঝতে হবে যে, হালাল খাদ্যের আধিক্যও ক্ষতির কারণ আর তা হ্রাস করার জন্য রোযার বিধান হয়েছে। বেশী ঔষধ সেবনের ক্ষতি থেকে বাঁচতে গিয়ে যে বিষপান করে, তার মতো নির্বোধ নেই। দৃষ্টান্তটা বুঝে নাও, হারাম খাদ্য বিষসদৃশ যা দীনকে বরবাদ করে দেয়, আর হালাল দ্রব্য ঔষধ যা স্বাভাবিক পরিমাণ খেতে হবে। বেশী সেবন করলে ক্ষতি হতে পারে। রোযার লক্ষ্য হলো সেই হালালের আধিক্যের ক্ষতি প্রতিরোধ। হুযুরে পাক স. এরশাদ করেছেন যে, বহু রোযাদারেরই রোযার দ্বারা শুধু তৃষ্ণার ক্লেশ বরণ করা ছাড়া আর কোনো লাভ হয় না। কারো করো মতে এ হাদীসে যারা হারাম দ্বারা ইফতার করে তাদের কথা বুঝানো হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন যে, হাদীসে তাঁদের কথা বলা হয়েছে, যারা রোযা রেখে হালাল খাদ্য থেকেও বিরত থাকে সত্যি কিন্তু মানুষের রক্ত মাংস তথা গীবত দ্বারা ইফতার করে, যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আবার কারো কারো অভিমত হলো যারা নিজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়গুলোকে গোনাহর কার্য থেকে বিরত রাখে না, এ হাদীসে তাদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৫. হালাল রিযক ঃ

ইফতারকালে পেট ভর্তি করে হালাল খাদ্য ভক্ষণ না করা। কারণ আল্লাহর দরবারে হালাল বস্তু দ্বারা বোঝাই উদর অপেক্ষা অধিক মন্দ পাত্র দ্বিতীয়টি নেই। তাছাড়া সারাদিন উপবাস থেকে সন্ধ্যায় ইফতারকালে অতি ভোজন দ্বারা তা' পূরণ করে নিলে এ ধরনের রোযা দ্বারা সে শয়তানকে কিভাবে জব্দ করবে আর কামরিপুকেই বা কিভাবে দমিয়ে রাখবে ? অনেক স্থানেই দেখা যায় রোযার সময়ে নানা ধরনের খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহের ধুম পড়ে যায়। মানুষের এটা স্বভাবে পরিণত হয়েছে। রোযার সময়ে নানাবিধ খাদ্য দ্রব্যের আয়োজন করা ও অত্যধিক পরিমাণ পানাহার করা। রোযার এক মাসে যা তারা খাদ্যখাদক বাবদ খরচ করে, অন্য সময়ে কয়েক মাসেও তা খরচ হয় না। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, রোযার উদ্দেশ্য হলো উদর খালি রেখে প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাগুলোকে নিস্তেজ ও দুর্বল করে ফেলা, যাতে তাকওয়া সবল হয় ; কিন্তু ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উপবাস থাকার পর খাবার আকাঙ্খা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অবস্থায় নানাবিধ উপাদেয় ও সুস্বাদু খাদ্য অতিরিক্ত খাবার ফলে কু-রিপুর শক্তি ও আনন্দ অনেকগুণে বেড়ে যায় এবং পূর্বাপেক্ষা বেশী করে কু-বাসনা জাগ্রত হয়।

www.amarboi.org

মোটকথা মানুষকে মন্দ কাজের দিকে যে অপশক্তিগুলো টেনে নেয়, সেগুলোকে দুর্বল করার লক্ষ্যে যে রোযার ব্যবস্থা, তার মূল কথাই হলো অল্প পানাহার। তাছাড়া রোযার কোনো সার্থকতা থাকে না। রোযা রেখে দিনের খাদ্যও পুরোপুরিভাবে রাতের খাদ্যের সাথে খেয়ে নিলে বা তদপেক্ষাও বেশী এবং ভালো পানাহার করলে সে রোযার কোনো উপকার হবে না। রোযার বৈশিষ্ট্য ক্ষুধা-তৃষ্ণা অনুভব করা ও কিছুটা দৈহিক দুর্বলতা উপলব্ধি করার জন্য রোযার সময়ে দিবানিদ্রা পরিত্যাগ করা মুস্তাহাবে গণ্য। এমনকি রাতের বেলায়ও কিছু দৌর্বল্য বজায় থাকলে রাতের ইবাদাত-তারাবীহ-তাহাজ্জুদ প্রভৃতি আদায় করা অধিকতর সহজসাধ্য হয়, শয়তান অন্তরের কাছে আসতে পারে না। তার ফলে যদি মানুষের দৃষ্টিতে অবিনশ্বর জগতের দৃশ্যাবলী আত্মপ্রকাশ করে, তবে আশ্চর্যের কিছু নেই। শবেকদরে এমন ঘটনা-ই ঘটে থাকে, তবে যে ব্যক্তি উদর-বক্ষ ও অন্তরের মাঝে ভোজনাধিক্যের দ্বারা প্রাচীর দাঁড় করে দেয়, তার অন্তরদৃষ্টির সামনে ঊর্ধ জগতের দৃশ্য উন্মোচিত হতে ঐ প্রাচীর দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়।

৬. ভয় ও আশা ঃ

ইফতারের পর অন্তরে একাধারে আশা, নিরাশা, দ্বিধা-সন্দেহের দ্বন্দ্ব বলবতৎ থাকা। কেননা একথা নিশ্চিতরূপে জানা নেই যে, রোযা আল্লাহর মকবুলিয়তের দরজায় পৌঁছেছে কিনা ও রোযাদার তাঁর খাছ বান্দাদের দলভুক্ত হতে পেরেছে কিনা ! যে কোনো ইবাদাতের ক্ষেত্রে এমনি অবস্থা থাকা উত্তম। হযরত হাসান বছরী রহ. একবার ঈদের দিন কোথাও গমনকালে একদল হাস্য-কৌতুক রত লোক দেখে বললেন, আল্লাহ তাআলা রমযান মাসকে একটা দৌড় প্রতিযোগিতার ময়দানস্বরূপ করেছেন। কিছু লোক এ মাঠে দৌড়ে যেদিন তাদের গন্তব্য স্থলে পৌঁছেছে, আর কিছু লোক পৌঁছতে পারেনি বরং পেছনে পড়ে আছে, এমনি দিনটিতে যারা এভাবে হাস্য-কৌতুক রত, তাঁদের প্রতি সত্যি অবাক লাগে। আল্লাহর কসম একথা সত্যি যে, প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ পেলে সফল লোকগণ আনন্দাধিক্যবশতঃ ক্রন্দন করবে, ক্রীড়া-কৌতুক পরিহার করবে এবং ব্যর্থ লোকেরা বঞ্চনা ও দুঃখের প্রাবল্যে হাস্য-কৌতুক ভুলে যাবে। কেউ আহনাফ ইবনে কায়েস রহ.-কে বললো, জনাব ! আপনি বৃদ্ধ মানুষ, রোযায় আপনার দেহ দুর্বল হয়ে পড়ে, অতএব এ ব্যাপারে আপনার কোনো ব্যবস্থা নেয়া দরকার। তিনি জবাবে বললেন, এক সুদীর্ঘ সফরের জন্য আমি রোযাকে পাথেয় করেছি। সত্যি বলতে কি, আল্লাহর আযাবে ধৈর্য রক্ষা করা অপেক্ষা তাঁর আনুগত্যের ক্লেশে ধৈর্যাবলম্বন করা অনেক সহজ।

www.amarboi.org

আমি দোয়া করছি যে, আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে পবিত্র রমযান মাসে সেই তাকওয়া অর্জন করার তাওফিক দান করুন, যার মাধ্যমে আমরা কুরআনের হেদায়াত গ্রহণ করার যোগ্যতা অর্জন করবো, কুরআনের জ্ঞান অর্জন করবো, তার ওপর আমল করবো, আল্লাহ আমাদেরকে কুরআনের বাণী নিয়ে দাঁড়ানোর এবং তাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জিহাদ করার সাহস, উদ্যম, দৃঢ়তা এবং উৎসাহ-উদ্দীপনা দান করুন। আমীন।

সমাপ্ত

www.amarboi.org

লেখকের কিছু বই

১. ইসলামী নেতৃত্বের গুণাবলী
২. ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক
৩. কুরআন অধ্যয়ন সহায়িকা
৪. রাসূল সা. জীবনের কিছু উজ্জল ছবি
৫. হাজিদের উদ্দেশ্যে চিঠি
৬. দারসুল কুরআন
৭. শেষ অসীয়ত
৮. নবুওতে মুহাম্মদী সা. বিশ্বজনীন মিশন
৯. ইসলামের পুনর্জাগরণে শিক্ষকের ভূমিকা
১০. ছাত্র-যুব সমাজের প্রতি ইসলামের আহ্বান
১১. বিদায় হজের কাহিনী
১২. তাফসীরে সূরা আল ফাতেহা
13. WAY TO THE QURAN
14. KEY TO AL-BAQARAH : The Longest surah of the Quran.
15. Gifts from Muhammad S.
16. SHARIAH : The way of God
17. SHARIH : The way of Justice
18. Love your Brother, Love your Neighbor.
19. Love your God
20. Stories of the Caliphs
21. The Brave Boy
22. Love at Home
23. The Kindness of Justice
24. The long Search : Story of Salman the Persia
25. The Desert Chief : Story of Thumame Ibn Uthal
26. A Great Friend of Children.
27. The persecutor Comes home : Story of Umar R.
28. The Longing Heart : Story of Abu Dhar R.
29. The Wise poet
30. Sacrifice : The Making of a Muslim.
31. Dawah Among Non Muslims in the West
32. Muslim youth in the West.
33. The Broken Idol and the Jewish Rabbi.

লেখকের সম্পাদিত ও অনুদিত বই

LET US BE MUSLIMS by S. A. A. Mawdudi
Islamic Movement : Dynamics of valies, power and Change. S. A. A. Mawdudi
Witness Unto Mankind. S. A. A. Mawdudi
Islamic Way of Life. S. A. A. Mawdudi

www.amarboi.org

আমাদের বিক্রয় কেন্দ্রসমূহ

প্রধান বিক্রয় কেন্দ্র

২৫ শিরিশদাস লেন, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০, ফোন : ৭১১৫১৯১

☆ ৪৩৫/২-এ, বড় মগবাজার
(ওয়্যারলেস রেল গেট)
ঢাকা-১২১৭, ফোন : ৯৩৩৯৪৪২

☆ ৩৯ সেনপাড়া পর্বতা, মিরপুর-১০
(ইসলামী সমাজকল্যাণ মসজিদ সংলগ্ন, ঢাকা-১২১৬)

☆ কাঁটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স
নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১০০০

☆ ১০ আদর্শ পুস্তক বিপণী
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা-১০০০